প্রকাশক :
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট) কলিকাতা-৬

প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৩৫

মুদ্রাকর :
শ্রীতারাপদ বসু
কমার্শিয়াল প্রিণ্টারস্
৬৩এ, হরি ঘোষ ষ্ট্রিট, কলিকাতা ৬

মূল্য — তিন টাকা

আমার সাহিত্যজীবনের

প্রথম পথপ্রদর্শক

দাদামহাশয়

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের

চরণে—

চরিত্র লিপি

পুরুষ চরিত্র

মন্মথ	—	জনৈক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক
কালী	—	মন্মথর বন্ধু
বিমল	—	সঙ্গীতজ্ঞ উদারচেতা যুবক
দেবপ্রসাদ	—	ব্যবসায়ী ধনী যুবক
সমর	—	'নবোদয়' ক্লাবের সেক্রেটারী, দেবপ্রসাদের বন্ধু
বীরেশ্বর, নিতাই, গোপাল	—	'নবোদয়' ক্লাবের সভ্যগণ
রণবীর	—	সঙ্গীতপ্রিয় ভদ্রলোক
গিরিধারী	—	দেবপ্রসাদের ভৃত্য

স্ত্রী চরিত্র

দেবপ্রসাদের মা

শ্যামলী (মন্মথবাবুর কন্যা)

বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের যতটা সাড়া ততটা উপেক্ষিত নাট্যকারেরা। পত্রিকাগুলি নাটক ছাপাতে উৎসাহী নন। প্রকাশকদের নাটক ছাপাবার আগ্রহের অভাব। পাঠকেরা নাটক পড়তে চান না। নাট্যসংস্থাগুলি নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে শিল্পীদের খেয়াল ও দর্শকদের রুচির তাগিদে দিশাহারা হয়ে পড়েন। এই সব মিলিয়ে নাট্যকারদের অবস্থা করুণার উদ্রেক করে।

তাই "বেহাগ" লিখে চুপচাপ বসেই ছিলাম। এমন সময় বন্ধুবর শ্রীসন্তোষ কুমার বসু নাটকটি নিয়ে গেলেন বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় (৫ম বর্ষ) অভিনয় করার জন্য। এই প্রতিযোগিতায় 'বেহাগ' শ্রেষ্ঠ নাটকের সম্মান লাভ করে। এবং নরদরবারী সংস্থা শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসাবে গিরিশ চ্যালেঞ্জ শীল্ড লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। নাটকটিকে সম্পাদনা করে, পরামর্শ দিয়ে ও সর্ব্বপ্রকারে নিরলসভাবে সাহায্য করে তিনি এই সম্মান লাভে সাহায্য করেন। এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রীমতি প্রতিমা পাল শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে বিবেচিত হন ও তারাসুন্দরী চ্যালেঞ্জ শীল্ড লাভ করেন। শ্রেষ্ঠা নায়িকার সম্মানও পান শ্রীমতি পাল। গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, এই নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সংস্থা মোট ছয়টি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি শ্রীসত্যেশ্বর মুখার্জ্জি ও শ্রীঅনিল দত্তের নিকট যারা বেহাগের গানগুলি লিখে দেন।

সর্ব্বশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি শ্রীতারাপদ বসু মহাশয়ের নিকট যিনি এই নাটকটি ছাপাবার সকল প্রকার দায় গ্রহণ করেন।

বহুপ্রকার ত্রুটী সত্ত্বেও নাটকটি যদি নাট্যামোদীদের আনন্দ দিতে পারে তবেই শ্রম সার্থক।

নিমাই চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতায় শ্রীনিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেহাগ' নাটকটি যখন প্রথম পুরস্কার লাভ করল তখন এই নাটকটির প্রতি নাট্যমোদী সুধী সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'ল। এই নাটকের অভিনয় ও পরিচালনা খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল সন্দেহ নেই, বিশেষ করে নায়িকার ভূমিকায় প্রতিমা পালের অভিনয় দেখে সকলেই অভিভূত হয়েছিলেন, কিন্তু শুধু সেজন্যই এই নাটক প্রথম পুরস্কারের মর্য্যাদায় ভূষিত হয় নি। নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবের আবেদন না থাকলে কোনো নাটকের অভিনয়ই বিচারক ও দর্শক সমাজের স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না এবং 'বেহাগ' নাটকের সাফল্যের মূলেও এর নাট্যগুণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন ছিল।

আজকাল অধিকাংশ নাটকের মধ্যেই আমরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীগত টাইপ চরিত্রের রূপই দেখি, জটিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় পূর্ণ মানবিক চরিত্র দেখি না। সেজন্য নাট্যচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল ও অনিশ্চয়তা-জনিত মানসিক উত্তেজনা তেমন দেখা যায় না। কিন্তু আলোচ্য নাটকে নাট্যকার দ্বন্দ্বজটিল চরিত্র সৃষ্টি ক'রে আমাদের রসোদ্দীপনা যথেষ্ট বর্ধিত করেছেন। সঙ্গীত সাধনায় যে মেয়েটি আত্মনিয়োগ করেছিল বিবাহের পরে স্বামীর আদেশে সেই সঙ্গীতের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সে কিরূপ মানসিক নির্য্যাতনের মধ্যে দিন কাটিয়েছে নাট্যকার তার একটি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। শিল্পের প্রতি অনুরাগ এবং স্বামীর প্রতি আনুগত্য এই দুই বিষম ভাবের আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে অবশেষে মেয়েটি কিরূপ শোচনীয় ট্রাজেডি বরণ ক'রে নিল নাটকে তাই পরিস্ফুট হয়েছে, নাটকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অজিত কুমার ঘোষ।

৩, উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬

লেকচারার বাংলা ড্রামা ও টেগর লিটারেচার
রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভারসিটি।

বেহাগ

—:(০):—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মন্মথ বাবুর বাড়ি। রেডিওতে শ্যামলীর গান হইতেছে
মন্মথবাবু তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন।]

গীত।

গিরিধারী চরণ দরশন ভিখারী
মীরা চলে ব্রজধাম
হো গয়ে মীরা বাউরী
পুকারে রহি কাঁহা গিরিধারী
মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর
কাঁহা শ্যাম গুণধাম।

[গান শেষ হইল—কালীবাবুর প্রবেশ।]

মন্মথ। এই যে কালী, কোথায় ছিলে? মার গান দুখানা শুনলে?

কালিবাবু। শ্যামলী মায়ের গান না শুনে কি থাকতে পারি?

মন্মথ। কেমন শুনলে?

কালিবাবু। আমি তোমাকে বলে রাখছি মন্মথ, শ্যামলী একদিন বিশ্ব জোড়া নাম করবে।

মন্মথ। অত আশা আমার নেই। সারা জীবন এই সাধনাটা রেখে যেতে পারলেই আমি খুশী। তুমি তো জান কালী কি কষ্টের মধ্যে মা আমার এই সাধনাটা রেখেছে। কোথায় এক কলোনীতে পড়েছিলাম। হয়ত সারা জীবন সেই ভাবেই কেটে যেত যদি দেবদূতের মত বিমল না গিয়ে পড়ত। তারই চেষ্টায় মার আমার এত নামধাম।

কালিবাবু। শুধু বিমলের চেষ্টায় কথা বলনা, শ্যামলীও কম খাটে নি। আমি তো দেখেছি। হাসিমুখে সংসারের যাবতীয় কাজ করে তার মধ্যে সময় করে চর্চা রেখে চলেছে। আর গলাখানি ঈশ্বর যা দিয়েছেন।

মন্মথ। তোমরা আশীর্বাদ কর কালী। ও যেন ওর সাধনার পূর্ণ মূল্য পায়। হ্যাঁ ভাল কথা ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর?

কালিবাবু। হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল।

মন্মথ। কিছু বল্লে?

কালিবাবু। বল্লে,—বল্লে বড় রোগা।

মন্মথ। রোগা! এ আমি জানতাম।

কালিবাবু। দেখ, মন্মথ, যেখানে সেখানে হুট করে ওর সম্বন্ধ তুলে, ওকে দেখান আমি পছন্দ করি না।

মন্মথ। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে। কালো মেয়ে আমার। আমার কি অত বাছবিচার করলে চলে?

কালিবাবু। তাই বলে যে কোন মাট্রিক পাশ কি ফেল, দেড়শ, দুশ টাকার কাজ করে অমনি একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেই হোল?

মন্মথ। কিন্তু কালী, আমার অর্থের সংগতি নেই। মেয়েও সুন্দরী নয়। কি করব বল?

কালিবাবু। তাই বলে যেখানে সেখানে সম্বন্ধ করতে হবে? না হয় বিয়ে হবে না।

মন্মথ। বাবা হয়ে যদি মেয়েকে পাত্রস্থ না করতে পারি, তাহলে আমার তো নরকেও স্থান হবে না।

কালিবাবু। নিজের নরক বাঁচাতে গিয়ে মেয়েকে নরকে ফেলে যাবে সে কি ভালো?

মন্মথ। কিন্তু যদি ওকে সংসারী না করে যেতে পারি, ও যদি সংসারী না হয় তবে সব কিছুর মধ্যেও যে ওর জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে। না, কালী বিয়ে ওর দিতেই হবে। কিন্তু কোথায় যে দেব। একটা ছেলে কি পাওয়া যাবে না যে ওর গুণটা দেখে ওকে ঘরে নিয়ে যাবে।

কালিবাবু। তেমন ছেলে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তোমার যে দেরী সহ্য হচ্ছে না।

মন্মথ। বাপের মন কালী। ভগবানের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি কি করে বল?

কালিবাবু। তাই বলে হটহট করে ছেলে ধরে এনে তুমি মেয়ে দেখাতে যেও না। তারপর শ্যামলী বড় হয়েছে। তার নিজেরও একটা মতামত আছে।

মন্মথ। শ্যামলীর মতামত! হায় কপাল। গান ছাড়া অন্য কিছু কি সে ভাবে?

কালিবাবু। তবেই দেখ, এমন মেয়েকে হয়ত তুমি এমন ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দেবে যে নাকি গানটান ভালবাসে না।

মন্মথ। পাগল, গান ভালবাসেনা এমন লোক কেউ আছে নাকি! তারপর শ্যামলীকে যে বিয়ে করবে—নিজের মেয়ে বলে বলছিনা—ওকে ভাল না বেসে পারে না। কিন্তু সব গুণ ওর রূপের অভাবেই চাপা পড়ে গেল। এমন পোড়া দেশ, যত শিক্ষাদীক্ষাই থাক না কেন রূপো ছাড়া কিছু চেনে না।

শ্যামলীর প্রবেশ।

এই যে মা এসে গেছে।

শ্যামলী। বাবা শুনেছ?

মন্মথ। বাঃ, শুনব না। বেশ হয়েছে।

শ্যামলী। কোন গানটা ভাল লাগল কালী জ্যাঠা?

কালিবাবু। দুটোই অপূর্ব হয়েছে, মা।

শ্যামলী। সে তো আমার সব গানই আপনাদের ভাল লাগে। না, না তার মধ্যে কোনটা?

কালিবাবু। মুস্কিলে ফেলল মা। তবে বোধ হয় ভজনটাই বেশী ভাল লাগল, না মন্মথ?

মন্মথ। আমার তো ভজনটাই ভাল লেগেছে বেশী। কিন্তু তুমি কি একা এলে?

শ্যামলী। হ্যাঁ, আর কে আসবে?

মন্মথ। কেন বিমল যায় নি?

শ্যামলী। না তো। এবার বিমলদার সাথে দেখা হলে প্রচণ্ড ঝগড়া করব।

মন্মথ। বিমল তো কখনও না এসে থাকে না। তবে বোধ হয় কোথাও আটকে পড়েছে। শরীর কেমন আছে কে জানে?

শ্যামলী। জ্যাঠা একটু চা খাবে?

কালিবাবু। রাত হলো এখন আবার—। না, থাক, তুমি কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম কর তো আগে।

শ্যামলী। বারে ট্যাক্সি করে তো এলাম। আবার বিশ্রাম করার দরকার কিসের? আমি এক্ষুনি চায়ের জল চড়িয়ে আসছি।

ভিতরে চলিয়া গেল।

কালিবাবু। বল তো মন্মথ, এমন মেয়েকে কি যেখানে সেখানে বিয়ে দেওয়া যায়?

মন্মথ। ইচ্ছা তো করে ভাল ঘরে দিতে, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়? বেশী তো চাই না, কিছু মোটামুটি ভাল আয়, একটু নির্ঝঞ্ঝাট সংসার, স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু ওরা যে অনেক কিছু চায়। লেখাপড়া, গান বাজনা, স্বাস্থ্য, রূপ আর টাকা। এতগুলো আমি কোথায় পাব? মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান ওর বুঝি আর বিয়ে হবে না।

কালিবাবু। না, হবে না। কালো মেয়ের আর বিয়ে হয় না? তুমি একটু কম করে ভাব দেখি। আর শোন, এসব কথা ওর সামনে তুল না। তাতে ও কষ্ট পাবে, বুঝেছ?

মন্মথ। হুঃ। (বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।)

শ্যামলীর প্রবেশ।

শ্যামলী। ওকি। সব চুপ করে বসে কেন? ওঃ আচ্ছা বাবা কেন তুমি আমার বিয়ে বিয়ে করে পাগল হচ্ছ? তুমি তোমার অন্ধ ভালবাসায় মেয়ের রূপ না দেখতে পার; কিন্তু লোকে কি বল্বে এই কালো কুৎসিৎ মেয়েকে ঘরে নিয়ে তুলবে? বল কালী জ্যাঠা তাই না?

কালিবাবু। কিন্তু মা গুণের কি কদর নেই?

শ্যামলী। (হাসিয়া) আছে। বই এর পাতায় আর বলার সময়! বাবা তুমি ও চেষ্টা কোরো না। আমি বেশ আছি। ভগবান করুন গানের চর্চা যদি আমাদের বজায় থাকে আমার আর কিছুরই প্রয়োজন হবে না। আমি সুখেই থাকব।

মন্মথ। কিন্তু মা, বিয়েটাও যে দরকার।

শ্যামলী। না হলেও অচল নয়। কিন্তু যদি এমন ঘরে বিয়ে হয় যারা গান ভালবাসেনা। হয়ত বিয়ের পর গান আমার বন্ধ হয়ে যাবে। উঃ। না না সে আমার সহ্য হবে না। আমি তাহলে পাগল হয়ে যাব। যাক চা এখানে করে আনব, না ভিতরে বসে গল্প করতে করতে খাবে।

কালিবাবু। চল মন্মথ। ভিতরেই যাওয়া যাক।

(উভয়ে দরজা ভেজাইয়া ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ। মন্মথর প্রবেশ দরজা খুলিয়া।)

মন্মথ। কে, কাকে চাই।

নেপথ্যে। এটা কি শ্যামলীর বাড়ী।

মন্মথ। হ্যাঁ।

[নেপথ্যে। তিনি কি বাড়ীতে আছেন ?]

মন্মথ। হ্যাঁ। ভিতরে আসুন। (সমর ও দেবপ্রসাদের প্রবেশ) আপনারা বসুন। রেডিও ষ্টেশন থেকে এইমাত্র ফিরল।

সমর। আমরাও ভাবছিলাম যে দেখা হবেনা।

মন্মথ। আপনারা কোথা হতে আসছেন ?

সমর। আমরা পাইকপাড়ায় থাকি। বিমলদার কাছ থেকে আসছি আমরা…

মন্মথ। বিমল মানে বিমল চাটুজ্জে ? (সমর ঘাড় নাড়িল) বিমল ভালো আছে তো ?

সমর। হ্যাঁ, আজ সকালেই তো তার সাথে কথাবার্তা হয়েছে। এখানে আসবারও কথা আছে।

মন্মথ। ও। শ্যামলীর সাথে রেডিও ষ্টেশনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু যায় নি। তাই ভাবছিলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছে কি না ? আপনারা একটু বসুন শ্যামলী এখনই আসছে।

শ্যামলী। (নেপথ্যে) বাবা—।

মন্মথ। যাই মা। একটু—

সমর। হ্যাঁ, আপনি যান আমাদের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা বসছি। (মন্মথ ভিতরে চলিয়া গেল।)

সমর। মনে হচ্ছে শ্যামলীদেবীর বাবা।

দেবপ্রসাদ। মনে হচ্ছে।

সমর। সব কথাবার্তা তো আমিই করলাম। তুমি সাক্ষীগোপালের মত বসেছিলে। এবার শ্যামলী দেবীর সাথে কথাবার্তা সব তুমি বলবে। আমি চুপ করে বসে থাকব।

দেবপ্রসাদ। না, না সে আমি পারব না।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। নমস্কার। (উভয়ে দাঁড়াইয়া প্রতি নমস্কার করিল। শ্যামলী কয়েক সেকেণ্ড দেবপ্রসাদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।)

সমর। আমরা আসছি বিমলদার কাছ থেকে।

শ্যামলী। বসুন, তিনি কোথায় ?

সমর। এখানে আসবার কথা আছে।

শ্যামলী। তিনি নিজে না এসে, আপনাদের পাঠালেন ?

সমর। কারণ প্রয়োজনটা আমাদের।

শ্যামলী। ওঃ বলুন।

সমর। পাকপাড়াতে 'নবোদয়' বলে আমাদের একটা ক্লাব আছে। আগামী ১লা মার্চ তার বাৎসরিক অধিবেশন। সেই উপলক্ষ্যে আমরা দুদিন দুটো ফাংশান করছি। সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা।

শ্যামলী। সেই ফাংশানে আমাকে গাইতে হবে, এই তো?

সমর। না, শুধু গাওয়া না, আর একটা কাজ আছে।

শ্যামলী। কিন্তু গান ছাড়া আমি তো আর কিছু পারি না।

সমর। আগে শুনেই নিন।

শ্যামলী। আচ্ছা বলুন।

সমর। আমরা এবার একটা নতুন জিনিষ করব ঠিক করেছি। প্রথম দিন ছেলেমেয়েদের একটা গানের প্রতিযোগিতা হবে, দ্বিতীয় দিন জলসা।

শ্যামলী। খুব ভালো কথা।

সমর। সেই প্রতিযোগিতায় তিনজন বিচারক থাকবেন। তাদের মধ্যে আপনি একজন।

শ্যামলী। আমি বিচারক! এ সব কে ঠিক করেছে?

সমর। আমরাই ঠিক করেছি।

শ্যামলী। না, না আমি বিচারক হব কি? আমার বিচার কে করে তার নেই ঠিক, আর আমি হব বিচারক। না, না দেখুন, আপনারা অন্য কাউকে ঠিক করুন।

দেবপ্রসাদ। আমরা ঠিক করে ফেলেছি।

শ্যামলী। না, না, না।

(বিমলদার প্রবেশ।)

বিমল। এই যে তোমরা এসে গেছ। কি 'না না' করছিলি?

শ্যামলী। আচ্ছা বিমলদা এসব কি ব্যাপার।

বিমল। কেন, ব্যাপারের কি আছে?

শ্যামলী। আমি হব গানের কমপিটিশনের বিচারক! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

বিমল। না, এখনও হয়নি। তবে বেশী না না করলে হয়ে যেতে পারে। সেদিন অন্য কোন প্রোগ্রাম নেই তো। কই দেখি ডাইরিটা। (ডাইরী দেখিয়া) না, নেই। অতএব ঠিক আছে। তুমি সেদিন বিচারক।

শ্যামলী। বিমলদা, দোহাই তোমার আমাকে অমন করে বিপদের মুখে ফেল না।

বিমল। ঠিক আছে। সেসব আমি বুঝব এখন।

শ্যামলী। আচ্ছা শুনুন, আপনাদের তো দুটো প্রস্তাব। একটা বিচারক হওয়া, আর একটা পরদিন গানের আসরে গান গাওয়া। আসুন আধাআধি একটা রফা করা যাক।

দেবপ্রসাদ। দেখুন, আধাআধি রফায় আমি রাজি নই। আমি হয় পুরোটাই চাই, না হলে দরকার নেই।

শ্যামলী। তবে, তবে আমাকে বাদই দিন।

দেবপ্রসাদ। না, আপনাকে আমাদের চাইই। না হলে ফাংশান বন্ধ হয়ে যাবে।

শ্যামলী। বারে! আমার জন্যে ফাংশান বন্ধ করে দেবেন?

সমর। তা ও পারে। আপনার গানের ও ভীষণ ভক্ত কিনা।

শ্যামলী। কিন্তু। দেখত বিমলদা কি ফ্যাসাদ।

বিমল। ফ্যাসাদ তো তুই বাধাচ্ছিস। সমর তোমরা যাও। ও প্রথম দিনের ফাংশানে গান গাইবে?

দেবপ্রসাদ। ব্যস এই তো হয়ে গেল।

বিমল। না, না হয়ে গেল নয়। এরপর একদিন এসে কখন নিয়ে যাবে, ঠিক করে যেও। আর অ্যাড্‌ভান্সও করে যেও। আমি ঠিক করে দিলাম বলে বিনা পয়সায়—

দেবপ্রসাদ। না, না সে ত বটেই। ২।৪ দিন পরে এসে আমি ঠিক করে যাব।

বিমল। হ্যাঁ, সেই ভাল। বেশ এবার তোমরা তাহলে যেতে পার। ব্যবস্থা তো ঠিক হয়ে গেল।

সমর। আচ্ছা, আমরা তাহলে এবার—

শ্যামলী। আচ্ছা আসুন। (নমস্কার করিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

শ্যামলী। আচ্ছা, বিমলদা এটা কি হোল?

বিমল। কেন?

শ্যামলী। মহা ফ্যাসাদ হবে। কি করতে কি করে বসব। দেখ তো কাণ্ড।

বিমল। ভয় পাবার কিছু নেই। শ্যামলী তোমাকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। অনেক কিছু করতে হবে। ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেলে তো ওঠা যায় না। চিরকালই কি রেডিওতে ছুটো গান, ছুটো রেকর্ড, কয়েকটা ফাংশানে গান গেয়ে কাটবে? গানের ভিতর যত কিছু আছে সব তাতে তোমায় যেতে হবে। সবের মধ্যেই তোমায় ঢুকতে হবে।

শ্যামলী। কিন্তু তুমি তো কখনও গানের কোন ব্যাপারেই

এগিয়ে যাও না। ফাংশানে তুমি গাও না, তুমি রেকর্ড করাও না, রেডিওতে দাও না। গানের প্রতিযোগিতায় তুমিও তো বিচারক হতে পারতে।

বিমল। আরে আমার কথা আলাদা। আমি যেদিন আসরে নামব সেদিন একেবারে শিখরে গিয়ে বসব। দেখনা সেদিন এল বলে।

শ্যামলী। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না, বিমলদা।

বিমল। ঠাট্টা নয়। লক্ষ্ণৌ যাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এনেছি। তারপর দেখিস। যাক্ এখন একটু চা খাওয়াবি?

শ্যামলী। তা না হয় খাওয়াচ্ছি। কিন্তু—

বিমল। কোন কিন্তু নেই। এতো সামান্য ব্যাপার। এমন একদিনও তো আসতে পারে যেদিন আরো বড় বিচারক তোকে হতে হবে। তার জন্যেও প্রস্তুতি দরকার। এ তারই একটা ছোট ধাপ। আমার উপর বিশ্বাস রাখতো দেখি।

শ্যামলী। তা, তাতো আছে।

বিমল। বাস্ তাহলেই হবে। এবার ওঠ, চা-টা কর।

[শ্যামলী যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া]

শ্যামলী। আচ্ছা বিমলদা, ওই ফর্সামত সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক ওকে আগে কোথাও দেখেছি?

বিমল। বারে। তা আমি কি করে বলব। কেন বলত?

শ্যামলী। না, এমনি। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে এস। বাবা আর কালী জ্যাঠা ভিতরে আছেন।

(ভিতরে চলিয়া গেল, দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ক্লাব ঘর। বীরেশ্বর বসিয়া আছে। নিতাই নামে একটি ছেলের প্রবেশ]

বীরেশ্বর। এস নিতাই।

নিতাই। একি! আর কেউ আসে নি এখনও?

বীরেশ্বর। সবাই তো তোমাদের মত। তোমাদের এক একটিকে নিয়েই তো সবাই। সুতরাং নিজেকে বিচার করলেই সবাইএর ধরণ বোঝা যাবে। তা তোমাদের আর কি বলব, সেক্রেটারীই সময়ে আসে না।

নিতাই। সমরদার সাথে রাস্তায় দেখা হোল, আসছেন।

বীরেশ্বর। বলি হ্যা, হে নিতাই, এ ফাংশানের হিসাব পত্তরটা মোটামুটি বলতে পার?

নিতাই। বাঃ, বেশ বল্লেন তো! আপনি জানেন না তো আমরা জানবো কোথা থেকে?

বীরেশ্বর। দেখ, এসব কথার কোন মানে হয় না। তুমিও এখানকার মেম্বার আমিও মেম্বার; তোমাদের সেক্রেটারী ও। সে জানবে অথচ আমি জানব না; তুমি জানবে না। এর কোন মানে হয়?

নিতাই। তাতো বটেই। হিসাবটা তৈরী করা উচিৎ।

বীরেশ্বর। তা সেটা আগে হয় নি কেন? সবই কি আমার মনে করে দিতে হবে? এরপর লোকে যদি বলে

হ্যারে নেতাই এই ফ্যাংশানটায় কটা স্যুটের পয়সা হোল? কি জবাব দেবে বাপু? লোকে যদি সন্দেহ করে তবে তাদের তো দোষ দিতে পারি না।

নিতাই। না, সে তো বটেই। তবে সমরদা যখন এর মধ্যে রয়েছেন—

বীরেশ্বর। নিতাই, ছেলেমানুষ তোমরা। দুনিয়ায় কতটুকু দেখেছ? অনেক দেখেছি হে, অনেক দেখেছি। এর নাম টাকা পয়সা। টাকা পয়সা দিয়ে ছেলে বাপকে বিশ্বাস করে না, বাপ ছেলেকে বিশ্বাস করে না। স্বামী বিশ্বাস করে বাক্সের চাবি স্ত্রীর হাতে তুলে দেয় না। আর এই রাম, শ্যাম, যোদো, মেধো সমরদাকে বিশ্বাস করবে! বিশ্বাসটা সোজা কথা নয় হে।

নিতাই। তা তো বটেই। সমরদা আসুক বলব।

বীরেশ্বর। বলবে বৈকি। না হলে সব কথাই যদি আমি বলি, সমর আবার কি ভাববে! হাজার হোক বন্ধু লোক।

(গোপালের প্রবেশ।)

বীরেশ্বর। এই যে গোপাল, এস।

গোপাল। আর এস। এদিকে ব্যাপার শুনেছ তো?

নিতাই। ব্যাপার! কিসের?

গোপাল। আর কিসের।

বীরেশ্বর। ও আর বলতে হবে না, ওতো আমি জানি।

গোপাল। জানতে ?

বীরেশ্বর। জানতুম না! বাবা ঘাসে মুখ দিয়ে তো আর বয়স বাড়েনি। আমি আগেই জানতুম। নিতাইকে তো সেই কথাই বলছিলাম।

গোপাল। আমি জানতুম। নেহাৎ ফাংশানটায় গোলমাল না হয় তাই তখন চুপ মেরে গিয়েছিলুম।

বীরেশ্বর। এই! আমারও এই কথা: ফাংশানটায় গোলমাল না বাধে। তা তোমাকে বল্লে কে ?

গোপাল। আমাকে বল্লে অনন্ত।

বীরেশ্বর। অনন্ত! অনন্ত আবার কি বল্লে ?

গোপাল। অনন্তকে সুধীর বাবু বলেছেন।

বীরেশ্বর। সুধীর বাবু বলেছেন ? নাও এ আর এক ফ্যাসাদ।

নিতাই। ফ্যাসাদের কি হোল ? আপনি তো জানতেন বল্লেন।

বীরেশ্বর। আঃ, থাম তো বাপু। সুধীর বাবু কি বলেছেন তাই বল।

গোপাল। কি আবার, বলেছেন যে পাড়ার ছেলে তোমরা, তোমাদের সাথে আমার অন্য সম্বন্ধ। তা বলে তোমরা শুধু একজনকে নিয়ে হৈ হৈ করবে, আর আমরা অনাহুতের মত মুখ বুজে বেড়াব বলি আমাদেরও তো একটা প্রেষ্টিজ আছে।

বীরেশ্বর। নিশ্চয়ই আছে। আলবৎ আছে। ফাংশানে

বিচারক যেন একা শ্যামলীদেবীই এসেছে। হুঁ, এতো আমি জানতুম।

নিতাই। কিন্তু আপনি তো অন্য কথা বলছিলেন।

বীরেশ্বর। আঃ, থাম তো বাপু। এ কথাটা সমরকে বলো।

গোপাল। বলব বৈকি। তারা শ্যামলীদেবীকে নিয়ে হৈ হৈ করবেন, গাড়ি করে নিয়ে আসা দিয়ে আসা। তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ান—কত কি। আর সব যেন কেউ না।

নিতাই। তা সে তো সমরদা নন, দেবুদাই—

বীরেশ্বর। থাম তো দেখি। দেবুই করুক আর সময়ই করুক বদনাম তো আমাদের সবাই এর।

গোপাল। তবে। বরং বদনামটা আমাদের বেশী। দেবুর পয়সা আছে, বড়লোক। লোকে তাকে তো বলতে সাহস করবে না। বলবে আমাদেরই। আর দেবুরও বুঝি না, ওই মেয়েটার পেছনে ঘুর-ঘুর করার কি যে আছে'

বীরেশ্বর। বুঝবে, ধীরে ধীরে সব বুঝবে।

গোপাল। সে আমার বুঝে দরকার নেই। কিন্তু এই বদনামটা মিছিমিছি আমাদের ঘাড়ে চাপল। এরপর কোন কিছু করতে গেলে আর কি ওদের সাহায্যে পাওয়া যাবে।

(সমরের প্রবেশ।)

বীরেশ্বর। এই যে সমর, শোন, শোন আমাদের কথাতো গায়ে লাগেনা, এবার সামলাও।

সমর। কেন কি হোল আবার ?

দেবপ্রসাদ। তোমাদের দেবুর কাণ্ড।

সমর। দেবুর কাণ্ড। কি করেছে ?

গোপাল। ওই যে শ্যামলীদেবীকে নিয়ে হৈ হৈ করা। সুধীরবাবু ক্ষেপেছেন।

সমর। ওঃ।

বীরেশ্বর। ও ? ব্যাস হয়ে গেল। বলি তাদের মান সম্ভ্রম নেই ? শ্যামলীদেবীকে ঘন ঘন চা খাওয়ান, নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া। শ্যামলী যেখানে যাচ্ছে, উঠছে তোমরা তার সাথে সাথে উঠছ, বসছ। আর অন্য সবাই যেন বানের জলে ভেসে এসেছেন। বলি তাদের কি প্রেষ্টিজ নেই একটা। তারা মনে করবে না।

সমর। দেখ বীরু নিন্দে করা স্বভাব যাদের—

গোপাল। নিন্দে করা স্বভাব মানে। কি বলতে চাও তুমি। সুধীর বাবুর নিন্দে করা স্বভাব। তোমাদের যদি এই ধারণাই থাকে তবে তাকে আনলে কেন ?

সমর। সে কথা নয়। তবে সুধীরবাবুর যে ও দোষটা একটু আছে, সেটা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

গোপাল। বাঃ, বাঃ, বাঃ দোষ হলো সুধীরবাবুর। অপূর্ব। অন্যায় করলে তোমরা, কোথায় সে অন্যায়টা মাথা হেঁট করে স্বীকার করে নেবে, তা নয় উল্টে সুধীরবাবুর দোষ।

সমর। কিন্তু দেবু এমন কিছু করেনি যার জন্যে—

দেবব্রত। দেবু তোমার বন্ধু, তুমি তো একথা বলবেই।

কিন্তু তুমি কিছু বল আর নাই বল লোকের মুখ তো আর চাপা থাকে না।

সমর। কে কি বল্লে না বল্লে—

গোপাল। সুধীরবাবু কে কি হয়ে গেল—বাঃ।

বীরেশ্বর। থাক্ থাক্ ও নিয়ে চটাচটি করে তো আর লাভ নেই। একটা অন্যায় যখন হয়ে গেছে।

সমর। অন্যায় হয় নি। শ্যামলীদেবী এই প্রথম এলেন আমাদের ফাংশানে। তারপর মহিলা। আর সুধীরবাবু ঘরের লোক। সুতরাং—

বীরেশ্বর। সেটা অবশ্য ঠিক। শ্যামল দেবী যখন মহিলা। তা যাকগে সুধীরবাবুর কাছে একবার গিয়ে ব্যাপারটা না হয় বুঝিয়ে বলে এস যে এটা দেবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর সাথে আমাদের জড়ানো উচিৎ নয়। কি বল হে গোপাল। তাহলেই তো মিটে যায়, কেমন?

গোপাল। জানি না, তোমরা যা ভালো বোঝ কর। আমার কাজ খবরটা পৌঁছে দেওয়া। ব্যস্ আমি উঠলাম।

বীরেশ্বর। উঠলাম কি হে। এই তো এলে।

গোপাল। না, ন'টার শোতে টিকিট কাটা আছে।

বীরেশ্বর। তাহলে কাল একবার এসো। একটা ঠিকঠাক করে—।

গোপাল। সে তোমরা যা হয় কর।

[প্রস্থান।

বীরেশ্বর। গোপাল রেগে গেছে।

সমর। যাকগে।

বীরেশ্বর। ও কথা বলতে নেই সমর। তুমি সেক্রেটারী মানিয়ে বুঝিয়ে চলতে হবে। তবে সুধীরবাবুরও একটু দোষ আছে। সে যাই হোক। একদিন গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বলে এস। সময়ে অসময়ে লাগে তো। কারো সাথে অকারণে মন কষাকষি করে লাভ কি? তা তোমার এত দেরী হলো?

সমর। আসছিলাম ঠিক সময়েই। ওই লেমনেড ওয়ালার হিসাব নিয়ে একটু গোলমাল ছিল। সেটা মিটিয়ে এলাম। আর কেউ আসেনি?

বীরেশ্বর। তবে আর বলছি কি। এ জাতের কিছু হবে না। সব তাতে লেট। সকালে উঠবে লেটে, ক্লাবে আসবে লেটে, এমন কি মরবে তাও লেটে। তারপর নিতাই কি বলছিলে যেন।

নিতাই। ইয়ে—মানে সমরদা—অনেকদিন হয়ে গেল। এবার-ওই—

সমর—কী?

নিতাই। না মানে হিসেবটা।

সমর। কিসের? ফাংশানের?

বীরেশ্বর। সেদিন কে যেন, কে যেন, ও বোধ হয় সদানন্দ-বাবু। নাঃ বোধ হয় জগদীশবাবু। নাঃ। হ্যাঁ, হ্যাঁ মিঃ দাস, মিঃ দাস।···মিঃ দাস কি?

সমর। যাক গে, যাই হোক ব্যাপারটা কি?

বীরেশ্বর। হ্যা, তাতে কি এসে যায়। সে বলছিলো।

ওহে বীরেশ্বর ফাংশানের কি রকম খচর-পত্তর হলো ? আসলে প্রশ্নটা কি বুঝেছ সমর ? আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, ওহে তোমরা কর্মকর্তারা কে কি রকম সরালে ? আরে আমরা চালের ভাত খাই, বুঝি ।

সমর । হিসেবটা করে ফেলতে হবে ।

বীরেশ্বর । এখনও করনি ? দেখ তো কাণ্ড !

সমর । করব কি ? এক গাদা টাকা দিয়েছে দেবপ্রসাদ । অবশ্য কিছু টাকা ফেরৎ দিতে পারবো ।

বীরেশ্বর । দিও পরে । আগে হিসেবটা করে নাও । বোঝ না পাবলিকের কাজ । বারভূতের মাথা একেবারে শয়তানের রাজত্ব । কোথা থেকে কি কথা উঠবে । আরে আমরা তো তোমাকে চিনি । এক কাপ চাও ফাণ্ডের পয়সায় খাও না । কিন্তু পাবলিক যে কি বস্তু দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ।

নিতাই । দেবুদার টাকাটা শোধ দিতে হবে ?

বীরেশ্বর । আমিও ভাই ভাবছিলুম ।

সমর । না, না যতটা পারি শোধ দিয়ে দেব । বিপদে আপদে যা চেয়েছি তাই দিয়েছে ।

বীরেশ্বর । দেবে বৈকি । দেবে না ? টাকা পয়সা আছে, প্রাণে শখ আছে । টাকা দেবে না ? হ্যা হে দেবপ্রসাদ আজকাল গান শিখছে নাকি ?

সমর । গান !

নিতাই । দেবুদা গান শিখছে ?

বীরেশ্বর। জানি না ঠিক। তবে আজকাল নাকি ঘনঘন শ্যামলীদেবীর বাসায় যাতায়াত করছে। তাই ভাবছিলাম—।

সমর। না, না, সে এমনি।

বীরেশ্বর। এমনি! এমনি মানে। পৃথিবীতে এমনি কিছু হয়? কি হে নিতাই তোমাদের বিজ্ঞানে কি বলে? এমনি কিছু হয়? প্রতিটি ঘটনার পেছনে কার্যকরণ সম্বন্ধ থাকে। তোমাদের শ্যামলীদেবী কোকিল-কোষ্ঠি হতে পারেন কিন্তু—।

সমর। আঃ। বীরু। একজন ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে ওরকম আলোচনা করা উচিৎ নয়।

বীরেশ্বর। গায়ে লাগলো? তোমাদের নিয়ে হয়েছে মহা ফ্যাসাদ।

সমর। কিন্তু গানের তুলনা হয় না। আর কত সরল বল তো।

বীরেশ্বর। গানটি যে ভালো জানে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সরল না কি বললে বুঝতে পারি নি।

নিতাই। না, না খুব সরল প্রকৃতির। একটুও দেমাক নেই।

বীরেশ্বর। হতে পারে, অস্বীকার করছি না। মানে বলছি আমরা ওটা বুঝবার সুযোগ পাইনি। যারা নিকটে ছিল তারাই ওটা বুঝবে।...তাহলে তুমি বলছ দেবু গান শিখছে না?

সমর। না, না।

বীরেশ্বর। তাহলে শ্যামলীর বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াতের কারণ কি? এটা ভাবা দরকার।

সমর। আহা বল্লাম তো গান ভালোবাসে, তাই।

বীরেশ্বর। এ সব যুক্তির কোনো মানে হয় না। সেক্সপীয়র বলেছে যে গান ভালবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে। আমরা যখন মানুষ খুন করিনি, তখন নিশ্চয়ই গান ভালবাসি। কী বাসি না?

নিতাই। নিশ্চয়ই।

বীরেশ্বর। কিন্তু কই আমরা তো শ্যামলীদেবীর বাড়ী যাচ্ছি না। কি হে নিতাই যাচ্ছি?

নিতাই। কই না ত।

বীরেশ্বর। তবে? আমার গান ভালো লাগে বলে বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে এ যুক্তির কোন মানে হয়? ধর কলকাতায় ৮০ লক্ষ লোকের বাস। বালক, বালিকাও গান ভালবাসে না এমন খুনে সব নিয়ে ধর ৫০ লক্ষ, আচ্ছা ষাট লক্ষই ধর, ঠিক আছে ৭০ লক্ষই ধর না, কেমন? এই ৭০ লক্ষ বাদ দিলে থাকছে ১০ লক্ষ কেমন? এই দশ লক্ষ গান ভালবাসা লোক যদি এই ৫০।৬০ জন: আচ্ছা ধর ১০০ জন গায়ক গায়িকার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করে—ওরে সর্বনাশ, কী ভয়াবহ কাণ্ড।

নিতাই। বীরুদার যত আজগুবি কথা।

বীরেশ্বর। আজগুবি কথা হোল? স্রেফ অঙ্ক। কিহে সমর বল না, আজগুবি?

সমর। না, তা নয় তবে দেবপ্রসাদ—

বীরেশ্বর। তা সে যাগগে। বড় লোক মানুষ, খেয়াল হয়েছে। খেয়াল চরিতার্থ করে নিক। তবে বিপদ না বাধায়।

সমর। বিপদের আবার কি আছে ?

বীরেশ্বর। না, বিপদের কিছু নেই। তবে আর্টিষ্টরা হচ্ছেন জনসাধারণের সম্পত্তি, ধর তোমাদের দেবপ্রসাদবাবু যদি তাকে নিজস্ব সম্পত্তি করবার বাসনা মনে মনে পোষণ করেন তবে একটা ভয়াবহ কেমিক্যাল রিয়্যাকশন হতে পারে এবং সেটা সুখের নাও হতে পারে।

সমর। যাগগে তার ভাবনা সে ভাবুক। (বিমলের প্রবেশ) আরে বিমলদা আসুন, আসুন।

বীরেশ্বর। কি সৌভাগ্য আমাদের বসুন।

নিতাই। সমরদা আমাদের তরফ থেকে বিমলদাকে একটা Vote of Thanks দেওয়া উচিৎ।

বীরেশ্বর। কোন মানে হয় না। বিমলদা কি আমাদের পর ? কি বলুন বিমলদা ?

বিমল। ফাংশানটি যে ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে সেইটেই আমাদের সকলের বড় থ্যাঙ্কস্। কি বলহে সমর।

সমর। তা ঠিক। কবে যাচ্ছেন আপনি ?

বিমল। ঠিক নেই। একদিন হট করে চলে গেলেই হোল।

সমর। কবে ফিরছেন আবার ?

বিমল। তাও ঠিক নেই।

বীরেশ্বর। কোন মানে হয়, ঠিক নেই মানে?

বিমল। ঠিক নেই মানে, ইচ্ছে আছে ২।৪ বছর ওখান থেকে একেবারে কিছু একটা হয়ে তারপরে ফিরব। একটা সঙ্গীত সম্রাট টম্রাট উপাধি না নিয়ে আর ফিরছি না।

নিতাই। আচ্ছা বিমলদা, আপনি ফাংশানে গান না কেন?

বিমল। ফাংশানে গাইবার মত বিদ্যে এখনও হয়নি বলে।

নিতাই। যাঃ কি যে বলেন।

বিমল। দেখ, গান বাজনা লোকে শেখে দশজনকে শোনাবার জন্যে। থিয়েটার যেমন লোককে দেখাবার জন্যে। সুতরাং যদি শিখেই থাকি তবে সবাইকে শোনাব না কেন? শুনতে চাওয়াও যেমন তোমাদের দাবী শোনাতে চাওয়াও তেমনি আমাদের দাবী। শেখা হয়ে গেলে যদি তোমরা তখন শুনতে না চাও বা শোনাতে না দাও তবে 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু কি শোনাব? আগে শিখেই নি।

বীরেশ্বর। উহুঃ পরিষ্কার হোল না।

বিমল। আসলে কি জান? আসলটা পোক্ত করে নিতে চাই। যাতে কৃপা প্রার্থী না হতে হয়। শোনাব কি আগে শিখে আসি।

নিতাই। তখন কি আর আমাদের চিনবেন?

বিমল। হাঃ, হাঃ হাঃ।

সমর। সেদিন শ্যামলীদেবী গানে মাত করে দিয়েছেন। যেমন গলা, তেমনি দরদ, তেমনি সূক্ষ্ম কাজ।

বীরেশ্বর। যা বলেছ। দরদটা যেন উথলে পড়ছিল।

বিমল। আমি বলে রাখছি সমর তোমরা দেখে নিও ও একদিন কত বড় নামকরা গায়িকা হবে। গানের ভিতর দিয়ে ও অমর হয়ে থাকবে।

বীরেশ্বর। যদি এর মধ্যে হট করে একটা বিয়ে থা না করে বসে।

বিমল। না তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। অবশ্য বলাও যায় না। তারপর দেবপ্রসাদের খবর কি? ক্লাবে আসে তো?

বীরেশ্বর। মাঝে, মাঝে। আজকাল—। [সমর ইঙ্গিত করিল বীরু চুপ করিয়া গেল।]

বিমল। আরে সেদিন—বোধহয় পরশু ওকে শ্যামলীর ওখানে দেখলাম।

বীরেশ্বর। দেখলেন না? সেইটিই তো আমি বলতে যাচ্ছিলাম। কোন মানে হয় না।

বিমল। শ্যামলীর গানের ও বড় ভক্ত হয়ে পড়েছে।

বীরেশ্বর। শ্যামলীর ও।

বিমল। হ্যাঁ। আচ্ছা দেবপ্রসাদের বংশে কারও গান বাজনার শখ ছিল কি?

সমর। শুনি নি।

বীরেশ্বর। বংশে এই প্রথম ঢুকবে মনে হয়।

বিমল। দেবপ্রসাদ বিয়ে থা করেনি না?

সমর। না।

বীরেশ্বর। এইবার করবো করবো হয়েছে।

বিমল। ঠিকঠাক হয়েছে নাকি?

বীরেশ্বর। ঠিক ঠিকঠাক হয়নি, বলছিলাম যে ব্যবসায় স্থিতি হয়ে বসেছে। বয়স হয়েছে। আর মনে যখন গানের রঙ ঢুকেছে। তখন [সকলে হাসিয়া উঠিল]।

সমর। বিমলদা, একটু চা খাবেন?

বিমল। এত রাত্রে? না, আর আমাকে এবার উঠতে হবে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে, সবার সাথে একটু দেখাশোনা করে নিতে হবে তো। উঠি কেমন? [উঠিয়া দাঁড়াইল]

সমর। চিঠি টিঠি দেবেন।

বিমল। ওটি বলতে পারছি না। ও অভ্যাসটা প্রায় নেই বল্লেই চলে। খোঁজ খবর পাবে। খবরের কাগজে নামটাম বেরুবে তো। [হাসিয়া উঠিল]

[বিমল বাহির হইয়া গেল। সকলে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিল।]

নিতাই। একটা অদ্ভুত লোক বিমলদা, না?

সমর। বড় খাঁটি লোক।

বীরেশ্বর। খাঁটি লোক মানে? দেবপ্রসাদের ব্যাপারটা কেমন দেখ চট করে বুঝে নিয়েছেন।

সমর। দেবপ্রসাদ তোমার ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসেছে।

বীরেশ্বর। তোমাদেরও চাপত। কিন্তু তোমরা একেবারে কোলে টেনে নিয়েছ যে।

দেবপ্রসাদের প্রবেশ।

বীরেশ্বর। আরে দেবু যে, এস, এস, এস।

দেবপ্রসাদ। আপ্যায়নটা বড় বেশী হচ্ছে যেন।

বীরেশ্বর। হবে না, তুমি আজকাল গণ্যমান্য ব্যক্তি।

দেবপ্রসাদ। কবে থেকে?

বীরেশ্বর। যবে থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে ওঠা বসা, ঘোরাফেরা করছ।

দেবপ্রসাদ। ওহোঃ—

সমর। বাঁকা কথা ছাড়া সোজা কথা বীরেশ্বর বলতে পারে না।

বীরেশ্বর। সমর তোমার সোজা কথাটা যে আমার বাঁকা কথার থেকে মারাত্মক। দেখ সোজা আমরা কি আর বলতে জানি না, জানি; তবে কি জান তোমরা কাজ কর্মগুলো করোই এমন বাঁকা আমাদের সাধ্য কি যে তাকে সোজা করে বলি।

দেবপ্রসাদ। কেন বাপু, বাঁকা কাজ আর কি করলাম?

বীরেশ্বর। ওই, ওই আর এক বিপদ। মনেও হয় না কাজটা বাঁকা। তা বাপু আজকাল রোজ সন্ধ্যায় কোথায় যাওয়া হয়।

দেবপ্রসাদ। অফিসে থাকি, এখানে আসি, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি যাই; যেমন আগে যেতাম।

বীরেশ্বর। বন্ধু-বান্ধব বলতে কাকে কাকে মীন করছ? যাকগে সোজা কথায় বলি।—কি বলব?

সরোজ। বল না।

বীরেশ্বর। বলি শ্যামলীদেবীর ওখানে যাও না?

দেবপ্রসাদ। ও এই কথা? যাই বই কি।

বীরেশ্বর। ঘন ঘন যাও?

দেবপ্রসাদ। ঘন কি পাতলা জানি না, তবে যাই।

বীরেশ্বর। একদিন যেতে না পারলে মন ছটফট করে? [দেবু হাসিয়া উঠিল] হাসি নয়। বাপু অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি—

সরোজ। বটে! কতবার প্রেমে পড়েছ হে?

বীরেশ্বর। এই দেখ কথায় কথায় আজগুবি সব কনক্লুসন টান। মানে দেখে দেখে জেনেছি আর কি?

দেবপ্রসাদ। ও তারপর?

বীরেশ্বর। না, তাই বলছিলাম যে প্রেমে পড়ার লক্ষণ টক্ষণগুলো আমরা বুঝি।

দেবপ্রসাদ। যাক, তাহলে বুঝে ফেলেছ। কিন্তু আমি নিজে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বীরেশ্বর। ওই তো রোগের বড় লক্ষণ আর সবাই বুঝবে কিন্তু তুমি বুঝবে না।

সরোজ। থাক, বীরেশ্বর, এ সব আলোচনা থাক। ও সব ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমরা কেন—

বীরেশ্বর। না, না ব্যক্তিগত ব্যাপার তো বটেই, তবে—

দেবপ্রসাদ। তবে শোন বলি বীরেশ্বর, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। শ্যামলীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। হয়ত আমার তরফ থেকে আগ্রহটা একটু বেশীই হয়েছে। কিন্তু শ্যামলী এ সবের অনেক উর্ধে। তার কাছে শুধু গান আর গান। গান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান নেই তার। সেই ব্যূহ ভেদ করে তার মনের কাছে এগুনো সাধ্য কি।

বীরেশ্বর। তাইতো বলছি যে মিছিমিছি ওদিকে আর এগিও না।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু বীরেশ্বর মুস্কিল কি জান। যেখানে যত বাধা সেখানে মনের আকর্ষণও তত বাড়ে। জিদের ব্যাপার কিনা।

সরোজ। বিশেষ করে তোমার পক্ষে।

দেবপ্রসাদ। [হাসিয়া] তাই বটে।

বীরেশ্বর। আকর্ষণটাকে এবার তবে কমাও।

দেবপ্রসাদ। কমাব কিহে? আমি তো বাড়াব ভাবছি। ওর ওই গানের সাথে আমি একটা ডুয়েল লড়ব ঠিক করে ফেলেছি। দেখি কে জেতে কে হারে?

সমর। কি বলছ তুমি দেবপ্রসাদ।

বীরেশ্বর। পুরুষ মানুষের মত কথাই বলছে। মন যখন একজনকে দিতে চেয়েছে তখন বাধা কেন মানবে। একেই বলে পুরুষ সিংহ।

দেবপ্রসাদ। তুমি যা ভাবছ ঠিক তা নয় বীরেশ্বর। মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার ট্যাপার কিছু নেই। ঈশ্বর সৃষ্টির

সময় ওকে ছুটো জিনিষ দেয় নি। এক রূপ আর এক প্রেম।

বীরেশ্বর। বল কি! প্রেম ছাড়া কি মানুষ হয়।

দেবপ্রসাদ। থাকলেও সে ফল্গু ধারার মত অদৃশ্য।

বীরেশ্বর। তাকে খুঁড়ে বের কর। যে জলে পিপাসা মেটে না সে জলের সার্থকতা কোথায়?

সরোজ। ঠিক বলেছ। একটা মোক্ষম কথা বলেছ বীরেশ্বর। যে জলে পিপাসা মেটে না, সে জলের সার্থকতা কোথায়।

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

মঞ্চ ঘুরিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

[বিমলের বাড়ী। বিমল যাইবার আয়োজন করিতেছে। শ্যামলী বসিয়া।]

বিমল। মুখ গোমড়া করে বসে থাকিস না—কথা বল।

শ্যামলী। বিমলদা আমার ভারী খারাপ লাগছে।

বিমল। তবে কি তুই চাস আমি লক্ষ্মৌ যাওয়া বন্ধ করে এখানে বসে থাকব?

শ্যামলী। না, তা বলছি না। কিন্তু আমার ভয় করছে বিমলদা।

বিমল। ভয় করছে! কিসের ভয়?

শ্যামলী। আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি চলে গেলে আমার গান বন্ধ হয়ে যাবে।

বিমল। এ সব ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় না।

শ্যামলী। হয়ত হয় না। কিন্তু সত্যিই আমার তাই মনে হচ্ছে।

বিমল। তোর তো সব তাতেই ভয়। প্রথম রেডিওতে প্রোগ্রাম করবার সময় ভয়ে তো কান্নাকাটি আরম্ভ করেছিলি মনে আছে? তারপর রেকর্ড করার প্রোগ্রাম তো একবার ক্যান্‌সেল করতে হোল। কিন্তু এখন আর ভয় করে?

শ্যামলী। তা করে না কিন্তু—।

বিমল। এতে আর কিন্তুর কিছু নেই। প্রথম প্রথম অনেক কিছুতেই অমন ভয় ভয় করে; পরে সব ঠিক হয়ে যায়।

শুধু একটা কথা মনে রাখবি তোকে অনেক বড় হতে হবে। অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। দেখবি তাহলে সব ভয় কেটে যাবে।

শ্যামলী। সব বুঝতে পারছি বিমলদা কিন্তু—

বিমল। আমি যখন শিখি আমার তো কেউ ছিল না। কোন দাদাই আমাকে সাহায্য করেনি। কত বাধা এসেছে কত দুর্যোগ এসেছে। কিন্তু আমি একটা সত্য ঠিক করে রেখেছিলাম যে আমাকে শিখতে হবে। ঈশ্বরের দয়ায় আজ তাই তো কিছু শিখেছি।

শ্যামলী। বিমলদা আজ তোমাকে সেই কাহিনী বলতেই হবে।

বিমল। কোন কাহিনী?

শ্যামলী। কেন ফাংশানে গাও না, কেন তুমি রেডিওতে গাও না, কেন তুমি রেকর্ড কর না।

বিমল। বলেছি তো গুরুর আদেশ নেই।

শ্যামলী। কে সেই গুরু যিনি তোমাকে এত কঠিন আদেশ দিয়েছেন? কেন দিয়েছেন? তুমি কি কখনও বাইরে গাইতে পারবে না?

বিমল। পারব। লক্ষ্ণৌএর শিক্ষা যদি পূর্ণ হয়, গুরু যদি বলেন তাহলেই পারব।

শ্যামলী। কিন্তু এ কাহিনী আজ তোমাকে বলতেই হবে।

বিমল। ফিরে এসে বলব।

শ্যামল। না, আজই বলতে হবে।

বিমল। আজই!

শ্যামলী। হ্যাঁ।

বিমল। বেশ তবে শোন। কিন্তু কথা দে কাউকে বলবি না।

শ্যামলী। কাউকে বলব না, বিমলদা—কথা দিচ্ছি—

বিমল। সে আজ প্রায় ৮।৯ বছরের কথা। কেবল একটু একটু গানের চর্চা শুরু করেছি। যে শোনে সেই বাহবা দেয়। কিন্তু ভাল গুরু মিলছিল না যে যত্ন করে শেখাবে। একদিন রাত প্রায় গোটা এগারটা হবে—একটা বস্তীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনি কে একজন তন্ময় হয়ে ঠুংরি গেয়ে চলেছেন। আর চার পাঁচজন তাকে ঘিরে বসে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল এ বড় সাধারণ লোক নয়। গান শেষ হলে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম উনি কে। বল্লে ওস্তাদ আমীর খাঁ। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বলে উঠল, 'ওস্তাদ নহি, ওস্তাদ নই, শিরফ আমীর খাঁ।' শুনে একটু অবাক হলাম, নামটাও শোনা। কিন্তু ওই বস্তিতে ওইভাবে। ঠিক তেমন যেন মনে ধরল না। অথচ যা শুনছি তাও ভুলতে পারছিলাম না। পরের দিন ২।৪ জনকে জিজ্ঞেস করলাম। সবাই একবাক্যে বল্লে, 'হ্যাঁ, ওস্তাদ এখনও বেঁচে আছে। তবে আজকাল আর গায় না, কাউকে শেখাও না। এমন কি কোথায় যে থাকে তা কেউ জানে না।'

শ্যামলী। বল কি। অমন একজন গুণী লোক অথচ লোকে জানে না তিনি কোথায় থাকেন।

বিমল। তাই হয় রে, তাই হয়। লোকের চোখের আড়াল থেকে তুমি সরে যাও তোমাকেও ভুলে যাবে। তারপর

শোন্, একদিন রাত্রে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম, বল্লাম 'শিখতে এসেছি।' বুড়ো তো রেগেই অস্থির। যাচ্ছে তাই বলে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি কি নড়ি, বসেই রইলাম। শেষে বিরক্ত হয়ে বল্লেন, বেশ রাজি, শেখাব, কিন্তু এক শর্তে। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। ভাবলাম এমন কি আর শর্ত দেবে বুড়ো, বল্লাম 'রাজি'। 'গানের নামে শপথ কর'—তাই করলাম।

শ্যামলী। কি সে শর্ত ?

বিমল। শর্ত। কোনদিন কোন জনসভায় বা সভায় গাইতে পারব না, রেডিওতে বা রেকর্ডে গান দিতে পারব না।

শ্যামলী। বল কি বিমলদা! এত বড় শর্তে তুমি রাজি হলে ?

বিমল। হলাম, তখন শেখবার আনন্দে মশগুল। ওটা ভাবিই নি। তারপর থেকে সুরু হোল শিক্ষা। শ্যামলী, একটা ছেলে যার গানের কোন জ্ঞানগম্যি নেই তাকে নিয়ে বুড়ো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে রইল।

শ্যামলী। নিশ্চয়ই, তোমার মধ্যে তিনি কিছু পেয়েছিলেন না হলে অমন করে শেখাবেন কেন ?

বিমল। জানি না, তবে প্রায়ই তারিফ করতেন। এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। তারপর থেকে বুড়ো যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। শেখাবার সে উত্তেজনা আর নেই, এমন কি মাঝে মাঝে ভুলও হতে থাকল একদিন সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম 'ওস্তাদ তোমার কি হয়েছে ?' জবাব দিলেন

না। ২৷৩ মাস কাটল। আবার একদিন জিজ্ঞাসা করলাম 'ওস্তাদ তোমার কি হয়েছে। প্রথমে বলতে চান না। আমিও ছাড়ব না। বারবার জিদ করতে থাকলাম বলবার জন্যে শেষে বুড়ো হাউমাউ করে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, বেটা তোকে যে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি আমাকে ফিরিয়ে দে। বল্লাম, 'ওস্তাদ তাই কি হয়?' বল্লেন কেন হবে না। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিস আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।' বল্লাম, 'কিন্তু ওস্তাদ গানের নামে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। সে কি করে ফেরাব?' এরপর তিনি আর কোন কথা বল্লেন না।

শ্যামলী। তারপর—

বিমল। এই ভাবে কয়দিন চলল। আমি রেওয়াজ করে যাই। মাঝে মাঝে হয়ত একটু দেখিয়ে দেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই চুপচাপ শুয়ে থাকতেন। এই ভাবে কিছুদিন থাকার পর অসুখে পড়লেন। ডাক্তার ডাকা হোল কিন্তু রোগ সারবার লক্ষণ দেখা গেল না। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হতে লাগল। একদিন বোঝা গেল তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠবেন না। ডাক্তারেও আশা ছেড়ে দিয়ে গেলেন। এই সময় একদিন আমি পাশে বসে আছি। হঠাৎ আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "বিমল আমার উপর মেহেরবাণী কর, বেটা, আমি যে শান্তিতে মরতেও পারছি না। আমায় তুই মুক্তি দে। 'তাকে বল্লাম, ওস্তাদ আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। তুমি বৃথা অশান্তি ভোগ করছ কেন?

শ্যামলী। সত্যিই তোমার কষ্ট হত না?

বিমল। হোত না আবার। শুধু মৃত্যুপথ-যাত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লাম, কিন্তু বল্লে হবে কি। গুরুজী বল্লেন, বেটা কষ্ট হয় কিনা সে তুই আমাকে বোঝাবি? আমি জানিরে আমি জানি। শুধু নিজের উপর নিজের অভিমানে তোর আমি কি সর্বনাশ করে গেলাম। তোর সারা জীবন আমি নষ্ট করে দিয়ে গেলাম। তোর সব শিক্ষা মাটি হয়ে গেল। এই সব বলে বুড়ো হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আর কেবল বলে, বেটা দয়া কর। তোর কথা তুই ফিরিয়ে নে। আমায় শান্তিতে মরতে দে।' দেখে নিজেরই কষ্ট হতে থাকল। অথচ এদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। শেষে আর থাকতে পারলাম না। বললাম, ওস্তাদ তুমি যাতে শান্তি পাও সেই আমার বড় কর্তব্য। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—শিক্ষা শেষ হলে আমি আবার লোক-সমাজে গান গাইব। কিন্তু তার আগে নয়।' শুনে বৃদ্ধের কি আনন্দ। বারবার বলতে লাগল, 'বেটা তুই আমাকে মুক্তি দিলি, তুই আমাকে মুক্তি দিলি। এই বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমারই হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর ভাঙ্গে নি।

শ্যামলী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) বড় অদ্ভুত তো—।

বিমল। অদ্ভুতই।

শ্যামলী। কিন্তু তবে তুমি কেন গাও না?

বিমল। শিক্ষা তো আমার সম্পূর্ণ হয় নি।

শ্যামলী। কেউ কি জোর করে বলতে পারে যে

শিক্ষা তার শেষ হয়েছে? তুমি তোমার ওস্তাদকে ধোঁকা দিয়েছ।

বিমল। না রে শিক্ষার হয়ত শেষ নেই। কিন্তু একটা সময় নিশ্চয়ই আসে যখন কিছু শিখেছি বলে মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি আসে। আমার মনে হচ্ছে লক্ষ্ণৌ গেলে অন্ততঃ সেটুকু শিক্ষা আমার হবে আর তারপরই আমি গাইতে পারব।

শ্যামলী। বিমলদা তোমার গাইতে না পারার জন্য কষ্ট হয় না?

বিমল। প্রথম প্রথম কষ্ট হোত না। শেখার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতুম। কিন্তু পরে কষ্ট হোত।

শ্যামলী। আমি হলে পারতুম না। গাইতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু বিমলদা তোমার গুরুজীর এ অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করাবার কারণ কি।

বিমল। কি জানি, সেকথা তিনি আমায় কখনও বলেন নি। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু শ্যামলী কাউকে গান শোনাতে না পারায় যে কষ্ট আমি নিজে ভোগ করেছি তিনিও সে কষ্ট নিশ্চয়ই পেয়েছেন, আর তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও বড় রকমের কারণ আছে।

শ্যামলী। হয়ত। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে তুমি জনসভায় গাইবে তো ঠিক?

বিমল। গাইব, তোর সাথে একই মঞ্চে, আমি প্রথম গাইব।

শ্যামলী। সত্যি বিমলদা—!

বিমল। হ্যাঁ, তৈরী থাকিস। সেই শুভ-দিনে তোকে যেন আমি পাই।

শ্যামলী। নিশ্চয়ই পাবে বিমলদা। এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য সে শুধু আমি জানি।

বিমল। (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু দেবপ্রাসাদ তো এখনও এল না। তোকে নিয়ে যাবে কে।

শ্যামলী। না হয়, আমি একাই যাবখ'ন। তোমার তো ট্রেনের এখনও দেরী আছে। থাকি না কিছুক্ষণ, যতক্ষণ তোমার পাশে থাকব সেইটুকুই তো আমার লাভ। আবার কবে দেখা হবে।

বিমল। মনকে অত তুর্বল করিস না, কদিনের ব্যাপার বই তো নয়।

শ্যামলী। তোমার কাছে কদিন। কিন্তু এই কদিনই আমার কাছে যে কি কষ্টকর। বিমলদা তুমি পাশে না থাকলে নিজেকে বড় একলা মনে হয়।

বিমল। একলা। শ্যামলী একবার ভেবে দেখ কি নিদারুণ একলা আমি, সেই ছোট বেলায় জ্ঞান হওয়া থেকে। জন্মের আগে বাবা গেছেন, জন্মের পরে দ্বিতীয় বৎসরে মা। পঞ্চম বৎসরে যে কাকিমা আমাকে পালন করতেন সেই কাকিমা। ব্যস্ স্নেহের ছোঁয়াচ সেই শেষ। তারপর খড়কুটোর মত ভেসে বেড়িয়েছি। আজ যাকে মনে হয়েছে আপন, যার জন্যে মনটা আনন্দে ছলছল করেছে,

পরদিনই হয়ত দেখছি না সে তো পর ছাড়া আর কিছু নয়। তার কাছে মনটা তো সপে দিতে পারছি না। এই ভাবে শ্যামলী, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কেটে গেছে। আমি যে কি ভয়ংকর একা সে তুই ধারণা করতে পারবি না। ওকি! কাঁদছিস! কাঁদিস না, কাঁদবার কি আছে, আমার সয়ে গেছে। নে, নে, একটা গান গা দেখি, কতদিন তোর গান আর শুনব না, নে গা। কই আরম্ভ কর।

[শ্যামলী গান গাহিল]

বলার ছিল অনেক কিছু হয়নি তাতো বলা,
চলার পথের শেষ না হতেই শেষ হোল যে চলা ॥
একা আমি পাইনে দিশা নেমে এল অমানিশা,
কে দেখাবে এই আঁধারে আলোর মনিমেলা।
হয়নি তাতো বলা ॥
কে চালাবে জীবন তরি, মাঝি যে মোর খুঁজে মরি
স্মৃতির ব্যথা ভুলতে যে চায়, কেমনে যায় ভোলা।
হয়নি তাতো বলা ॥

[গানের পর দেখা গেল উভয়ের চোখেই জলের ধারা]।

বিমল। (সামলাইয়া) যা বোন বাড়ি যা। এখানে থাকলে তোরও মন খারাপ, আমারও। যা বাড়ি যা।

(শ্যামলী প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। বিমল দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানালা দিয়া দূর আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

এমন সময় সমর ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

সমর। বিমলদা,...বিমলদা। (বিমল মুখ ফিরাইল, তাহার চোখে জল) ওকি বিমলদা, আপনার চোখে জল ?

বিমল। জল !—নাঃ...মানে কি জান এই যাওয়ার ব্যাপারটাই এখন কেমন যেন মনকে একটু নাড়া দেয়ই। নইলে দেখ আমার কাছে কলকাতাও যা লক্ষ্ণৌও তাই আবার লণ্ডনও তাই। কিন্তু—।

সমর। না, বিমলদা না, তা নয়। রক্তের সম্বন্ধ আপনার হয়ত কারও সঙ্গে নেই। কিন্তু ব্যবহারে আপনি যে অনেকের পরমাত্মীয় হয়ে বসে আছেন। সে বন্ধন কাটানো তো সহজ নয়।

বিমল। হয়ত তাই। এই একটু আগে শ্যামলী চলে গেল। মেয়েটা কেঁদে কেটেই একশা। অথচ দেখ আমি তার কে।

সমর। ওকথা বলবেন না, বিমলদা। আপনি তার কি নন ? তার জীবন গড়ে উঠেছে আপনাকে অবলম্বন করে। আজ আপনি দূরে সরে যাচ্ছেন। আশংকা বলুন, ব্যথা বলুন তারই তো সব চেয়ে বেশী।

নিতাই। আপনি চলে যাচ্ছেন, আমাদেরই মন খারাপ হচ্ছে আর শ্যামলী দেবীর তো হবেই।

বিমল। তাই বলে তুমি আবার শ্যামলীর মত কাঁদতে বস না। তাহলে আমার মাল পত্তর গোছান হবে না। ট্রেনটা ফেল করব।

নিতাই। সরুন আপনার বেডিং বেঁধে দিচ্ছি। সরুন।

বিমল। তাই কি হয়। তোমরা আমাকে ভালবাস তাই যাবার বেলায় দেখা করতে এসেছ। তোমাদের খাটাই কি করে বল?

নিতাই। আপনার ছোট ভাই থাকলে সে করত না?

বিমল। (জড়াইয়া ধরিয়া) আমার আর কথা বলা চলে না। কে বলে আমি একলা? দেশময় আমার এত ভাইবোন ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো একলা নই। আমি তো একলা নই সমর।

(বলিতে বলিতে তাহার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল)

—মঞ্চ ঘুরিল—

———

চতুর্থ দৃশ্য।

(শ্যামলী গান গাইছে। দেবপ্রাসাদ তন্ময় হইয়া শুনিতেছে।)

—গান—

মন চায় যেন গান গাইতে শুধ্ ভাল লাগে আজ হাসিতে।
চলিতে চলিতে পথে আজ এ ফাল্গুন রাতে।
সাজাব কারে ফুল রাশিতে মন চায় যেন গান গাহিতে।
আজ আমি একা নই যে জীবনে দিল দেখা যদি সে।
চলিতে চলিতে নদী সাগরে এলো যদি
দিও তারে ভালবাসিতে॥

শ্যামলী। এটা আমার নতুন শেখা। বিমলদা যাবার পর এই প্রথম নতুন গান শিখেছি। এখনও কোথায়ও গাই নি।

দেবপ্রসাদ। বিমলদা চলে যাওয়ায় তোমার খুব মুস্কিল হয়েছে, না?

শ্যামলী। বিমলদা চলে গিয়ে আমাকে একেবারে একলা করে দিয়েছিল। তুমি আমাকে খানিকটা—। কিন্তু গানটা কেমন লাগল তাত বল্লে না।

দেবপ্রসাদ। তোমার সব গানই আমার ভাল লাগে। কেন বলত?

শ্যামলী। কি করে বলব?

দেবপ্রসাদ। একটা কথা আছে যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা, এর একটা উল্টো কথা নিশ্চয়ই আছে।

শ্যামলী। কি ?

দেবপ্রসাদ। যাকে ভালবাসি তার সবই ভাল।

শ্যামলী। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে কেন ভাল লাগত ?

দেবপ্রসাদ। তা জানি না কিন্তু ভাল লাগত।

শ্যামলী। আচ্ছা আমাকে প্রথম দেখবার পর তুমি হতাশ হওনি ?

দেবপ্রসাদ। কেন ?

শ্যামলী। এত কুৎসিৎ বলে।

দেবপ্রসাদ। ছিঃ,

শ্যামলী। কিন্তু জান, তোমাকে দেখে আমার প্রথম মনে হয়েছিল যেন তোমাকে কোথাও দেখেছি। তাই ঘরে ঢুকে তোমাকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আর তোমার দিকে হাঁ করে চেয়েছিলাম।

দেবপ্রসাদ। মনে আছে।

শ্যামলী। অথচ তোমাকে তো আগে কখনোও দেখিনি।

দেবপ্রসাদ। এ জন্মে না হতে পারে কিন্তু হয়ত পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে এসেছিল।

শ্যামলী। ঠাট্টা করছ ?

দেবপ্রসাদ। না,—তাই বোধ হয় তোমাকে দেখবার পর তুমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে চিন্তাই আমার আসেনি।

(পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল।)

শ্যামলী। এবার আমাকে উঠতে হবে একটু তৈরী হয়ে নিই। সাতটায় সেখানে পৌঁছবার কথা আছে।

দেবপ্রসাদ। তুমি এই ফাংশনের প্রোগ্রাম করা গুলো বন্ধ করে দাও।

শ্যামলী। সেকি! কেন বলত।

দেবপ্রসাদ। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছুটো কথা বলা যায় না।

শ্যামলী। তুমি বড়লোক। তোমার ২।৩ ঘণ্টা সময় নষ্ট করলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমার যে সংসারের চিন্তা করতে হয়।

দেবপ্রসাদ। তুমি কি পয়সার তাগিদে গান গাও?

শ্যামলী। (হাসিয়া) না, তা ঠিক নয়। তবে সেও তো একটা চিন্তা; আমার তো এমন কেউ নেই যে আমাকে বসে বসে খাওয়াবে। আর আমি খুশীমত সাধনা করে যাব।

দেবপ্রসাদ। যদি কেউ সে ভার নেয় তবে তুমি বাইরে বাইরে প্রোগ্রাম করে বেড়ান বন্ধ করবে?

শ্যামলী। একথা চিন্তা করবার মত সময় এখনও আসেনি।

দেবপ্রসাদ। এবার এসেছে চিন্তা করে দেখ।

শ্যামলী। কি বলছ তুমি?

দেবপ্রসাদ। ঠিকই বলছি। কদিন থেকেই ভাবছিলাম কথাটা বলব।

শ্যামলী। না, না, তুমি এ মিথ্যা আশার কথা আমাকে শুনিও না।

দেবপ্রসাদ। মিথ্যা! কেন শ্যামলী?

শ্যামলী। আমি কুৎসিৎ! রূপের বালাই আমার নেই। তুমি কেন আমাকে বিয়ে করতে যাবে! না, না এ হয় না।

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী!

শ্যামলী। না, তুমি আমাকে এ দয়া করতে যেও না।

দেবপ্রসাদ। দয়া! কিন্তু তুমি যদি সম্মতি দাও সেই হবে তোমার অশেষ দয়া।

শ্যামলী। কিন্তু কেন, কেন তুমি আমায় বিয়ে করবে? তোমার অর্থ আছে, সম্পদ আছে, রূপ আছে, সব আছে, তবে কেন আমার মত একটা কুৎসিৎ মেয়েকে বিয়ে করে জীবনের বোঝা বাড়াবে।

দেবপ্রসাদ। তুমি কেন বারবার তোমার রূপের কথা তুলছ শ্যামলী! ঈশ্বর আমাকে কিছু রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এ রূপের মূল্য কতটুকু সেকি বুঝি না। দেশশুদ্ধ লোকে একডাকে রূপহীনা শ্যামলী দত্তকে চেনে। কিন্তু কটা লোকে চেনে এই রূপবান দেবপ্রসাদ মিত্র কে? না, শ্যামলী রূপের মোহ আমার নেই।

শ্যামলী। কিন্তু এরই অভাবে আজ কত বৎসর ধরে লোকের পায়ে ধরণা দিয়েও এ নৌকাকে বাবা কূলে ভেড়াতে পারেন নি। সব জায়গা থেকে একই কথা এসেছে, না পছন্দ হল না। বাবার মুখে হাসি নেই, মনে শান্তি নেই। আমি তার বুকে কাঁটার মত গেঁথে আছি;

দেবপ্রসাদ। আমি আজই তাঁর সাথে কথা বলতে চাই শ্যামলী।

শ্যামলী। না, তুমি আর একটু ভেবে দেখ। সারা জীবনের দায়।

দেবপ্রসাদ। আমি ভেবেছি শ্যামলী। আর একে তুমি দায় বলছ কেন? তুমি হবে আমার জীবন-সঙ্গিণী। আমার জীবনকে পূর্ণ করবে তুমি, বল শ্যামলী বল, তোমার কোনও অমত নেই।

শ্যামলী। কিন্তু তোমার মা? তিনি রাজী হবেন কেন?

দেবপ্রসাদ। সে দায়িত্ব তো আমার, তুমি তোমার কথা বল।

শ্যামলী। আমি কি বলব বল? এতবড় সুখের কল্পনা আমি কখনও করি নি। আমি ঠিকমত কিছু চিন্তাও করতে পারছি না।

দেবপ্রসাদ। আর চিন্তা তোমার করতে হবে না। আমি আজই—

শ্যামলী। ওই, বাবা এসে গেছেন। আমি—আমি ভিতরে যাই।

দেবপ্রসাদ। না, না তুমি থাক শ্যামলী—

(শ্যামলীর বাবা মন্মথবাবুর প্রবেশ)

মন্মথ। এই যে দেবু কতক্ষণ এসেছ—

দেবপ্রসাদ। এই কিছুক্ষণ—

শ্যামলী। বাবা তুমি অনেক দেরী করে ফিরেছ।

মন্মথ। হ্যাঁ, একটু আটকে পড়েছিলাম তুমি তৈরী হয়ে নাও মা। সাতটার মধ্যে পৌঁছুতে হবে।

(শ্যামলীর প্রস্থান।

দেবপ্রসাদ। আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

মন্মথ। বল—

দেবপ্রসাদ। আমি, আমি শ্যামলীকে বিয়ে করতে চাই—

মন্মথ। এ্যাঁ কি বল্লে! তুমি শ্যামলীকে—

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ, আপনি যদি মত দেন।

মন্মথ। তুমি শ্যামলীকে বিয়ে করবে, এ আমি কি শুনছি! শ্যামলীকে! শ্যামলীকে···তোমার মাকে বলেছ?

দেবপ্রসাদ। বলিনি এখনও। আপনার মত পেলেই তাঁকে বলব। তিনি অমত করবেন না। আমার কোন কাজে তিনি অমত করেন না।

মন্মথ। কিন্তু মেয়ে তো আমার সুশ্রী নয়। তিনি কি পছন্দ করবেন?

দেবপ্রসাদ। আমার পছন্দতেই তাঁর পছন্দ। সে সব আপনি ভাববেন না। আপনার মত পেলেই আমি অন্য ব্যবস্থা করতে পারি।

মন্মথ। মত? আমার মত চাইছ! তোমার মত সুপাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে পারব এ যে কখনও ভাবিনি

দেবপ্রসাদ। (গলা ভার হইয়া আসিল এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর।) শ্যামলীর অশেষ পুণ্যের জোর যে তোমার মত

ছেলে—। আজ তুমি আমাকে যে কতখানি সুখী করেছ কি বলব। আজ শ্যামলীর মা বেঁচে থাকলে—।

দেবপ্রসাদ। আমি তাহলে যাই। আপনি কালপরশু এক সময় মায়ের সঙ্গে পারেন তো দেখা করবেন।

মন্মথ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমি না হয় কালই বা আজই যাব। তুমি তোমার মাকে বলে রেখ।

দেবপ্রসাদ। আচ্ছা—(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

মন্মথ। শ্যামলী।

শ্যামলীর প্রবেশ, মন্মথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে কাঁদিয়া উঠিল।)

মঞ্চ ঘুরিল।

পঞ্চম দৃশ্য

(দেবুদের বাড়ী। বীরেশ্বরের প্রবেশ।)

বীরেশ্বর। দেবু আছ নাকি। দেবু—মাসিমা—।

(দেবুর মার প্রবেশ)

মাসিমা। দেবু তো এখনও ফেরেনি বাবা।

বীরেশ্বর। ও ফেরেনি এখনও, ক্লাবেও যায়নি। ও তাহলে বোধহয শ্যামলীদের বাড়ী গেছে।

মাসিমা। শ্যামলী! কে শ্যামলী?

বীরেশ্বর। বাঃ, শ্যামলী দেবী; ওই যে রেডিওতে গান গায়।

মাসিমা। কি জানি, চিনি না, দেবুর সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি।

বীরেশ্বর। পরিচয়! ওরে বাবা ভীষণ পরিচয়! দেবু তো—না থাক।

মাসিমা। কি বল না।

বীরেশ্বর। না থাক্ মাসীমা দেবু যখন আপনার কাছে কথাটা ভাঙ্গেনি, তখন আমার বলাটা উচিৎ হবে না।

মাসিমা। তবে থাক। কিন্তু দেবু তো আমাকে কিছু গোপন করে না। হয়ত আমাকে বলার মত কিছু নয়।

বীরেশ্বর। না, তা কি করে হবে, আপনাকে বলার মত বইকি! কিন্তু বোধ হয় লজ্জায় বলতে পারেনি।

মাসিমা। লজ্জা! মায়ের কাছে আবার লজ্জা কি!

বীরেশ্বর। বাঃ বিয়ের কথায় কেনা লজ্জা পায়।

মাসিমা। বিয়ে! কার?

বীরেশ্বর। না, এখনও কিছু স্থির হয় নি। আর স্থির হলে তো আপনিই আগে জানতেন। গুজব আর কি। গুজব রটাতে তো আর খরচা নেই। রটালেই হোল।

মাসিমা। দেবু কিছু বলেছে?

বীরেশ্বর। না, না দেবু কিছু বলে নি। আপনি এ নিয়ে দেবুকে কিছু বলবেন না। আমার মনে হয় সবটাই বাজে কথা। আর এ কখনও সত্যি হয়। অমন কালো মেয়েকে দেবু কখনও বিয়ে করতে যায়? তারপর ঐ মেয়ের আয়ে কোনও রকমে তাদের সংসার চলে। সেখানে দেবুর বিয়ে? এ একটা বাজে গুজব। দেবু একটু গান ভালোবাসে তো। তাই মাঝে মাঝে শ্যামলীদেবীর ওখানে একটু গানটান শুনতে যায় আর কি? ব্যাস্ অমনিই রটে গেল। যাচ্ছে তাই; সব একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে গেছে। মাথা নেই মুণ্ডু নেই একটা রটালেই হোল। কিন্তু দেবু যদি ওখানে গিয়ে থাকে তবে ফিরতে দেরী হবে। অথবা একে-বারে ক্লাবেও যেতে পারে। আমি তাহলে চলি মাসিমা।

মাসিমা। আচ্ছা এস।

বীরেশ্বর। আপনি কিন্তু মাসীমা এসব কথা দেবুকে কিছু বলবেন না। আমারও কথাটা না তোলাই উচিৎ ছিল।

মাসিমা। এমন কিছু গোপন কথা নয়। আচ্ছা আমি দেবুকে বলব না। বলার হলে সেই আমাকে বলবে।

[বীরেশ্বরের প্রস্থান।

[দেবপ্রসাদের মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ভিতরে গেলেন।]

[একটু পরে দেবপ্রসাদের প্রবেশ]

দেবপ্রসাদ। মা?

[দেবুর মায়ের প্রবেশ]

মা। কিরে? কই চুপ করে আছিস যে, কিছু বলবি?

দেবপ্রসাদ। মা তুমি তো আমাকে বিয়ে কর, বিয়ে কর, বলে পাগল করে তুলেছিলে। ভেবে দেখলাম।

মা। তুমি কি সব স্থির করে ফেলছ?

দেবপ্রসাদ। স্থির! না, মা তুমি জানলে না, স্থির করবে কে।

মা। মেয়ে শুনলাম দেখতে সুশ্রী নয়?

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ, মা, মেয়ে দেখতে সুন্দরী নয়।

মা। অবস্থাও ভাল নয়।

দেবপ্রসাদ। না, অবস্থা ভালো বলতে যা বোঝায় তা নয়। কিন্তু ভাল বংশের মেয়ে। বংশটাতো কম নয়।

মা। তাদের বংশ পরিচয় তুমি জান?

দেবপ্রসাদ। বংশ পরিচয় ঠিক আমি দিতে পারব না, কিন্তু—

মা। তবে কি করে জানছ যে বড় বংশের মেয়ে?

দেবপ্রসাদ। মা তুমি যদি তাকে দেখতে তবে এ প্রশ্ন আমায় করতে না। তুমিও নিশ্চিত বুঝতে যে সে বড় বংশের মেয়ে। সংসারে সে আর তার বাবা। নামকরা গায়িকা সে। কিন্তু গায়িকা বলতে যা বোঝায় এ সে ধরণের নয়। গান যেন তার সাধনা। গান এর পূজার মন্ত্র। একে না দেখলে ঠিক বোঝান যায় না।

মা। গান বাজনা করা মেয়ে সংসারে খাপ খায় না দেবু।

দেবপ্রসাদ। মা তুমি ওকে দেখনি। তাই ঠিক বুঝতে পারছ না, ওদের সংসারে তো আমি দেখেছি। সব কাজ ও নিজে করে। যেমন রেডিওতে, ফাংশনে গান গাইছে তেমনি বাড়ীতে এসে বাপের পরিচর্যা করছে। সংসারের যাবতীয় কাজ করছে। তোমার দেখলে মনেই হবে না অত নাম তার। অত বড় শিল্পী সে।

মা। বড় গাইকা হওয়া এক জিনিস আর ঘরের বৌ হওয়া অন্য জিনিস দেবু। তুমি বুঝবে না।

দেবপ্রসাদ। মা শিল্পী বলতে তোমায় যে ধারণা আছে এ সে ধরণের মেয়ে নয়। তুমি অমত কোরো না মা।

মা। কিন্তু দেবু...

দেবপ্রসাদ। আমি ভেবে দেখেছি মা। অনেক ভেবে দেখেছি। তোমার অমতে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে তোমাকে অশ্রদ্ধা করবে না। সে তোমার অশান্তির কারণ হবে না।

মা। আমার শান্তি। তুমি যখন মনস্থির করে নিয়েছ আমার বলার আর কি আছে। আমি আর ক'দিন।

দেবপ্রসাদ। তুমি এত অধৈর্য হচ্ছ কেন মা। তাকে আসতে দাও। দেখই না কেন সে তোমার মনের মত হয় কিনা।

মা। আমার কি স্বাদ আহ্লাদ বলে কিছুই নেই। আমার একমাত্র ছেলের জন্যে আমি এমন মেয়ে আনতে যাব কেন? বেশ তো টাকা পয়সা না নিতে চাও, না নিও। কিন্তু একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়েকে বৌ করে আনার আমার সাধ মিটবে না, দেবু?

দেবপ্রসাদ। মা ঈশ্বর যদি তাকে রূপ দিয়ে না থাকেন তবে কি করা যাবে বল। এই যেমন ধর আমাকে ঈশ্বর ঠিক পলাশ ফুলটির মত করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু গুণ?

মা। কেন গুণের অভাবটা কি আছে শুনি। রোজগার কি তুমি কম কর?

দেবপ্রসাদ। মা আয় দিয়ে কি গুণের বিচার হয়?

মা। কি জানি বাবা। কিছুদিন আগেও তো তোমার মুখেই শুনেছি পয়সা দিয়েই আজকাল সমাজে লোক বিচার হয়। আজ আবার অন্য সুরে কথা বলছ।

দেবপ্রসাদ। ধারণাটা আমার ভুল ছিল মা। এদের দেখেই আমার ধারণা পাল্টে গেছে। ছোট্ট দুখানা কম ভাড়ার ঘর নিয়ে থাকে। শ্রীর বালাই নেই। অথচ দেশ-শুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করছে। শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে থাকে সামনে এসে। গুণের কাছে কিসের গর্ব মা?

মা। বুঝেছি। তুমি যখন ভেবেছ এর থেকে আর সরবে না, বরাবরই তোমার এই ধরণ। কিন্তু দেবু বিয়েটা ২।১ দিনের বা ২।১ বছরের ব্যাপার নয়। সমস্ত জীবন এই সঙ্গে জড়িত। কিছু একটা করে বসার আগে ভাল করে একবার ভেবে দেখা দরকার।

দেবপ্রসাদ। ভেবে আমি দেখেছি মা। ভেবে দেখেই তাদের আমি কথা দিয়েছি। তার বাবা আজ তোমার কাছে আসবেন।

মা। ও কথা দিয়ে দিয়েছ। তাহলে আর আমার মত নেওয়া কেন?

দেবপ্রসাদ। সে কি। ছেলে তোমার। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসবেন না?

মা। প্রয়োজন ছিল না। [প্রস্থান, দেবপ্রসাদ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এনন সময় সমরের প্রবেশ]

দেবপ্রসাদ। এস সমর। বস।

সমর। ওহে, কথাটা কি সত্য নাকি?

দেবপ্রসাদ। কি?

সমর। শ্যামলীদেবীকে নাকি বিয়ে করছ?

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ।

সমর। অবাক করলে হে।

দেবপ্রসাদ। কেন?

সমর। এই তো সেদিন একসঙ্গে দুজনে মিলে গেলাম। এর মধ্যে অমন একটা হীরের টুকরোকে চট করে গলায় গেঁথে ফেললে?

দেবপ্রসাদ। কি জানি কেন বড় ভাল লেগে গেল। কথাও দিয়ে ফেললাম। ঠিক বুঝতে পারছিনা কাজটা ভাল করলাম কিনা।

সমর। বাঃ বেশ বলছ তো, এখন ও সব প্রশ্ন আসছে কেন?

দেবপ্রসাদ। মা ঠিক খুশী হতে পারছেন না।

সমর। না পারাই স্বাভাবিক। পাত্র হিসাবে তুমি মূল্যবান রত্ন। সুতরাং মাসিমার অনেক কিছু সাধ ছিল। এমন টুকটুকে মেয়ে আসবে যে লোকে দেখে বলবে, হ্যাঁ দেবুর মা একখানা বৌ এনেছে বটে। তারপর পাবে বেশ মোটা রকম। লোকে বলবে 'কি দিয়েছেরে বাবা।' কিন্তু তুমি এমন একটা বিয়ে ঠিক করলে যে এর একটাও হচ্ছেনা। সুতরাং মাসিমার মন একটু খারাপ হবে বৈকি। তা সেজন্য তুমি ভেব না। ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

দেবপ্রসাদ। আমারও মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। তবু—

সমর। দেখ দেবু, বিয়ের ব্যাপারে তবুর শেষ নেই। বিয়েটা প্রায় লটারীর সামিল। অনেক দেখাশুনা করে বিয়ে দেওয়াওতো দেখছি, অশান্তি লেগেই আছে আবার হুট করে বিয়ে হয়ে গেল দিব্যি মানিয়ে শুনিয়ে সংসার করে যাচ্ছে তারও উদহরণ কম নয়। আসলে আমার মনে হয় যারা মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে তারাই সুখী হয়। যারা পারে না তারাই অশান্তিতে পড়ে।

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী পারবে না মানিয়ে চলতে? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

সমর। মানিয়ে চলার দায়িত্বটা কি শুধু শ্যামলী দেবীর? তোমার নয়?

দেবপ্রসাদ। সে ত বটেই। নিশ্চয়ই। আমি তো পারবই। আমি তো প্রস্তুত। মাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। মার মনে আঘাত দিয়ে—। আজ ওদের আসবার কথা—

মন্মথ। (নেপথ্যে) দেবু আছ নাকি?

দেবপ্রসাদ। ওই এসে গেছেন। আসুন—(মন্মথবাবুর-প্রবেশ) বসুন আমি মাকে সংবাদ দিই। (প্রস্থান)

মন্মথ। (ভাল করে সব দেখিতে লাগিলেন, তারপর) আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি?

সমর। হ্যাঁ, দেবুর সাথে একদিন আমি গিয়েছিলাম শ্যামলীদেবীর কাছে।

মন্মথ। ও, আচ্ছা আপনি তাহলে দেবুর বন্ধু।

সমর। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন?

মন্মথ। আচ্ছা আচ্ছা না হয় তুমিই বলা যাবে। তবে হঠাৎ তুমি বলাটা—তাই তুমি যখন দেবুর বন্ধু সব শুনেছ তো?

সমর। হ্যাঁ খুব আনন্দের কথা। যদি ভালয় ভালয় কাজটা মিটে যায় মনে করব শ্যামলীর গতজন্মের পুণ্যের ফলে অমন স্বামী পেয়েছে, কি বল বাবা?

সমর। সেটা উভয়তঃ, শ্যামলীদেবীকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়াও তো কম ভাগ্যের কথা নয়।

মন্মথ। আমি তো তাই ভাবতুম। কিন্তু ওর চেহারাটা—

সমর। গুণটাকে হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছেন কেন? ধরুন দেবু আর শ্যামলীকে ওজন করতে গেলে ভারী বোধ হয় শ্যামলী-দেবীই হবেন। দেবু আমার বন্ধু হলেও একথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই।

মন্মথ। এ বাড়ীটা তো এদের, না?

সমর। হ্যাঁ, দেবুর বাবার নিজের করা।

মন্মথ। এদের ব্যবসাটা কিসের?

সমর। হার্ডওয়্যারের—

মন্মথ। নিজেরই—না পার্টনারশিপে কারও সাথে?

সমর। না, নিজেরই। ওই যে মাসীমা আসছেন। (দেবু ও দেবুর মার প্রবেশ। মন্মথবাবু উঠিয়া নমস্কার করিলেন)

মা। আপনি বসুন।

মন্মথ। আপনি?

মা। ঠিক আছে আমার অসুবিধা হয় না।

মন্মথ। সে কি দাঁড়িয়ে কতক্ষণ—

মা। বল্লাম তো আমার অসুবিধা হয় না। আর কতক্ষণই বা লাগবে।

মন্মথ। সে কি। লোকে বলতে বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

মা। ওটা আগের দিনের চলতি কথা। আজকাল আর

বিশেষ কেউ মানে না। তারপর পাত্রপাত্রীও খানিকটা পুষিয়ে নেয়।

মন্মথ। হেঃ, হেঃ তা যা বলেছেন—

দেবপ্রসাদ। আপনি বসুন, মা বাইরের ঘরের চেয়ারে বসেন না।

মন্মথ। ওঃ (বসিয়া) আমি যখন কন্যার পিতা তখন আরম্ভটা আমাকেই করতে হবে। মানে—

মা। আমি দেবুর কাছে সব শুনেছি। মেয়ে আপনার রূপসী নয়। এবং দেনাপাওনা করার সাধ্যও আপনার নেই। প্রথমটি সম্বন্ধে ছেলের নিজের যখন আপত্তি নেই তখন আমারও নেই। দেনাপাওনা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলব মেয়ের বাড়ী থেকে কিছু আশা আমরা করি না। নারায়ণের দয়ায় সে প্রয়োজন আমাদের নেই। তবু দৃষ্টিকটু না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

মন্মথ। সে তো বটেই—সে তো বটেই।

মা। আর আমি তো ছেলের বিয়ে দিয়ে ওদের একটু স্থিতি করে দিয়ে কাশীবাসী হব বলে স্থির করেছি। সুতরাং যতশীঘ্র শুভ কাজ সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। আপনি একটা দিন স্থির করে আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমাদের ভরসা থেকে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

মন্মথ। আপনি এখন থেকেই কাশী-বাসী হবার চিন্তা করছেন কেন? ছেলের বৌ নিয়ে সংসার ধর্ম্ম করবেন না? ভাবছেন বুঝি আমার মেয়ে গান বাজনা নিয়ে থাকে বলে সংসার করতে জানে না? তেমন শিক্ষা আমি মেয়েকে দিই নি। তবে

গান বাজনাকে বড্ড ভালবাসে। আর সব বড় বড় ওস্তাদরা ওর গানের প্রশংসা করেছেন বলেই গানের চর্চটা রেখে দিয়েছে।

মা। আপনি কি কোন দিন স্থির করেছেন?

মন্মথ। আমি একটা মোটামুটি দিন স্থির করেছি। যদি অসুবিধা না হয়—

মা। দেবু তুমি দিনটা লিখে নাও। ঠাকুর মশায়কে দেখিয়ে আমি কাল পরশুর মধ্যে জানিয়ে দেব।

মন্মথ। মেয়ের জন্ম তারিখ এনেছি, যদি—

মা। (মৃদু হাসিয়া) না, প্রয়োজন কি? আমার আবার পূজোর সময় হোল। আপনি উঠবেন না। একটু মিষ্টিমুখ করতে হয়। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সমর যেও না বাবা।
(ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ)

সমর। ব্যাস্ তাহলে মিটে গেল, এবার ব্যবস্থা করতে লেগে পড়ুন।

মন্মথ। দেবু, তোমার মায়ের কি অমত? তাহলে—।

সমর। ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ আনলে সব মায়েরাই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। ও আপনি ভাববেন না। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্মথ। না। ওনাকে ক্ষুণ্ণ করে—

দেবপ্রসাদ। আমার সঙ্গে মায়ের কথাবার্তা হয়েছে। এতে কিন্তুর কিছু নেই।

মন্মথ। বেশ যা ভাল মনে বোঝ, কর। (দরজায় গিরিধারীকে খাবারের প্লেট লইয়া দেখা গেল।)

— বিরাম —

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাত ৯টার মত। দেবপ্রসাদের বাড়ী। দরজায় কলিং বেলের শব্দ, গিরিধারীর প্রবেশ।)

গিরিধারী। নিশ্চয়ই বৌদিদিমণির খোঁজে। বাঃ বাঃ হরদম লোক, হরদম লোক একা মানুষ ক' দিক সামলাই। এবার কব দিদিমণিরে যে আপনার লোক ঠেকাতি আর একজন লোক রেহেদেন। (দরজা খুলিয়া) কারে চাই ?

রণবীর। (নেপথ্যে) শ্যামলী দেবী বাড়ী আছেন ?

গিরিধারী। না।

রণবীর। (নেপথ্যে) কখন ফিরবেন ?

গিরিধারী। ঠিক নেই।

রণবীর। (নেপথ্যে) আচ্ছা আমি একটু বসি। (ভিতরে ঢুকিল।)

গিরিধারী। কিন্তু কলাম যে বৌদিমণি বাড়ী নেই।

রণবীর। দাদাবাবুও নেই ?

গিরিধারী। আজ্ঞে না। তিনিও সঙ্গে গেছেন।

রণবীর। বৌদিমণি সাধারণতঃ কখন ফেরেন ?

গিরিধারী—ও ঠিক নেই কিছু। ৯টা থিকি রাত ১২টা ১টা পর্য্যন্তি।

রণবীর। রোজই বের হন নাকি ?

গিরীধারী। তা'বের হন রোজি। কিন্তু আপুনি এত খবর নিতেছেন ক্যান? ব্যাপারডা কি?

রণবীর। ওই একটা গানের ব্যাপারে।

গিরিধারী। তা বসতি হয় তো বসেন। আমার এসতে আজ্ঞা হোক। অনেক কাজ বাকি।

রণবীর। তা বেশ যাওনা, যাও। বাড়ীতে আর কে আছেন?

গিরিধারী। আবার কেডা থাকবে। মা ঠাকরুণ আছেন।

রণবীর। ওঃ, মানে বৌদিমণির শ্বাশুড়ী?

গিরিধারী। আজ্ঞে হঁ, ব্যাখ্যানটা ঠিক হইছে।

রণবীর। জেগে আছেন?

গিরিধারী। ওমা, না হলি, এ সন্ধ্যি রাত্তিরে কেউ ঘুমোয়?

রণবীর। ওনাকে একবার ডেকে দাও না।

গিরিধারী। তিনি বাইরির লোকের সামনে আসেন টাসেন না।

রণবীর। আরে আমি কি বাইরের লোক? বল বৌদিদিমণির কাছে এসেছে।

গিরিধারী। বৌদিমণির লোকের কাছে উনি আরো আসেন না।

রণবীর। আচ্ছা তুমি এমনি এসেছি বল।

গিরিধারী। আমি বলতি পারি, কিন্তু আসবেন কিনা জানি নে।

রণবীর। আচ্ছা, তুমি বলগে তো।

(গিরিধারী ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে দ্বারপ্রান্তে দেবুর মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। রণবীর চট করিয়া তাহাকে একটি প্রণাম করিল।)

রণবীর। আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম রণবীর চৌধুরী। সঙ্গীত রত্নাকর অধীর চৌধুরী আমার দাদা।

মা। তা বৌমা তো এখন বাড়ী নেই।

রণবীর। শুনলাম। কিন্তু ব্যাপারটা আপনারও জানা দরকার কিনা তাই আপনারা সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম।

মা। আপনি বসুন।

রণবীর। বসছি, কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না আমি আপনার ছেলের মত।—আপনার বৌমার যে নাম আজকাল ছড়িয়ে পড়েছে তাতে আর ২।৪ বছরের মধ্যে বাংলা দেশের সেরা গায়িকার পর্যায়ে পড়বেন। এখনই পড়া উচিৎ। কিন্তু নিজের দোষেই পিছিয়ে যাচ্ছেন। এটা হল ঢাক পেটাবার যুগ। নিজের ঢাক যে পেটাতে পারল না তাকে আর লোকে চিনলো না। বলুন তাই কিনা।

মা। হবে।

রণবীর। হবে নয়। তাই ব্যাপার। ফটো তোলার মত আর কি। দুধারে লোককে কনুইয়ের গুতো দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তা যদি না করলেন অন্যলোকে এগিয়ে যাবে। আপনার ফটো আর উঠবে না। কিন্তু আপনার বৌমার সেদিকে একেবারে খেয়াল নেই। নিজের সাধনা নিয়েই

আছেন। সাধনা আছে ভাল কথা। ওটা থাক। তার থেকেও দরকার আছে প্রচার।

মা। তা আর কি রকম প্রচার চাই?

রণবীর। এ প্রচার কিছুই না। কলকাতায় গোটা কয়েক জনসভায় গান গাইলাম, ২।৪ খানা রেকর্ড করলাম। মাসে একটা করে প্রোগ্রাম করলাম—এতে কি হবে? প্রচার চাই সারা ভারতে। সম্ভব হলে বিশ্বময়। সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় বাংলাদেশ কতটুকু।

মা। কিন্তু আমাদের মত ঘরের বৌএর—

রণবীর। ও কথাটা বলবেন না, মা—আজকাল ঘর বার বলে কোন ভেদাভেদ নেই। দুইই সমান ঘরেতেও যে ইজ্জৎ বাইরেও তাই। ধরুন আমরা শ্যামলীদেবীকে এখানে যে ইজ্জৎ দিই আমাদের সাথে পাটনায় গেলে কি সে ইজ্জৎ দেব না?

মা। বৌমা পাটনা যাচ্ছেন নাকি?

রণবীর। যাবেন বৈকি! সেই কথাটাই তো বলতে এসেছি। বিরাট জলসা, সব বড় বড় নামকরা ওস্তাদরা আসছেন। বাংলাদেশ থেকে ৭।৮ জনকে নিয়ে যাবার কথা। ভাবছি শ্যামলীদেবীকেও এবার নিয়ে যাব।

মা। কিন্তু বৌমা কি বাইরে যেতে চাইবেন?

রণবীর। না চাইলে তো হবে না। একি একটা কম সুযোগ! যে পাবে সেই লুফে নেবে। আমরা তো শ্যামলী-দেবীকে টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। অনেকে আছেন নিজেরা

টাকা দিয়ে যেতে চান। এই জলসায় যাওয়া কি একটা কম সম্মান!

মা। কিন্তু—

রণবীর। আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা সুন্দর ব্যবস্থা করে দেব। কোন অসুবিধে হবে না। আর অসুবিধা হবেই বা কেন? সব বড় বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা তো যাবে। ভারত বিখ্যাত বড় বড় ওস্তাদরা থাকবেন। তাঁদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে তো। সে সব আপনি ভাববেন না। কতবড় সুযোগ একবার ভেবে দেখুন। ভারতবর্ষের সব বড় বড় প্রাতঃস্মরণীয় ওস্তাদদের সঙ্গে এক আসরে বসে গাইবার সুযোগ কি সোজা কথা।

মা। আচ্ছা, দেবু, বৌমা এরা আসুক ভেবে দেখি। আপনি কাল সকালে—

রণবীর। সকালে? সময় কোথায়? একি সোজা দায়িত্ব। আর সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। এদিকে সময়ও তো আর বেশী নেই দিন পনের মাত্র। প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে, গাড়ি রিজার্ভ করতে হবে, ওখানে থাকবার ব্যবস্থা দেখে আসতে হবে। কাজের কি অন্ত আছে! যেটা ধরব সেটা একেবারে শেষ করে উঠব। না হলে সময় কই।

মা। তাহলে আপনি একটু বসুন। আমার আবার ওদিকে—

রণবীর। না, না ঠিক আছে। আমি বসছি। আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।

(দেবপ্রসাদের মা ভিতরে চলিয়া গেলেন। রণবীর বসিয়া ফাইল দেখিতে থাকিল এমন সময় শ্যামলীর ও দেবুর প্রবেশ।)

শ্যামলী। আরে রণবীরবাবু যে, কি খবর। এত রাত্রে? কতক্ষণ এসেছেন?

রণবীর। এসেছি এই প্রায় ১৫।২০ মিনিট হোল। কোথাও ফাংশন ছিল নাকি?

শ্যামলী। হ্যাঁ, মহাজাতি সদনে একটা ফাংশন ছিল। তারপর আপনি কি মনে করে?

রণবীর। পাটনা কনফারেন্সের ব্যাপার নিয়ে। দেখেছেন তো সব বড় বড় ওস্তাদরা আসছেন। বেশ জম জমাট বলে মনে হয়।

শ্যামলী। নাম তো অনেকেরই শুনতে পাচ্ছি। সবাই আসবেন তো?

রণবীর। আসবেন না মানে? নিশ্চয়ই আসবেন। আর ধরুন যদি অর্ধেকও আসেন সেও তো বড় একটা কম ব্যাপার নয়।

দেবপ্রসাদ। রণবীরবাবুকে আর একদিন আসতে বল্লে হয় না? আজ অনেক রাত হোল।

রণবীর। না, না, আমার বেশী সময় লাগবে না। ওদিকে সময়ও কম। আবার কবে আসতে পারবো, তার তো ঠিক নাই। দাদা সব ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। শ্যামলী—তুমি বরং জামা কাপড় ছেড়ে নাও।

দেবপ্রসাদ। আমার জন্যে নয়, তোমার শরীরটা তো বিশেষ ভাল যাচ্ছে না—

শ্যামলী। আমার শরীর খারাপ নিয়ে তোমার একটা বাতিক দাঁড়িয়ে গেছে। তা রণবীরবাবু, আমার কাছে কেন এসেছেন বল্লেন না তো।

রণবীর। সেই কথাই তো বলতে এসেছি। কলকাতা থেকে যাঁরা যাঁরা যাবেন, তাদের লিষ্ট প্রায় শেষ। আরও ২।৩ জনকে নিয়ে যাওয়া আমাদের ইচ্ছা। আমরা চাই আপনিও এবার চলুন।

শ্যামলী। আমি। ওসব বড় বড় ওস্তাদদের মধ্যে আমি গিয়ে কি করব?

রণবীর। সে চিন্তা তো আমাদের। বাংলা দেশ থেকে উচিত নামকরা আর্টিষ্টের মধ্যে আপনি একজন। একথা অস্বীকার করা যায় না। আর নামের কথা বলছেন? যাঁরা নাম করেছেন তাদের কেউ কেউ যে শুধু ঢাকের জোরে বড় হয়েছেন সে কথা আপনার অজানা নয়। আপনি দল ছাড়া হয়ে আছেন বলেই উপযুক্ত সম্মান পাচ্ছেন না।

দেবু। দল! এর মধ্যে আবার দলাদলি আছে নাকি।

রণবীর। ওমা নেই। আপনি যে কোনও একটা দলে ঢুকে পড়ুন; দেখুন না আপনাকে কোথায় নিয়ে তোলে। এ যুগটাই যে দলের যুগ, রাজনীতিতে বলুন, সাহিত্যে বলুন, গানের আসরে বলুন, সর্ব্বত্রই দল।

দেবপ্রসাদ। দরকার নেই আমাদের দলা-দলিতে। আমরা বেশ আছি।

রণবীর। এই করেই তো আমাদের বড় বড় সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দলাদলির নোংরামির ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন। আর কোথা থেকে সব হেজিপেজি দলের লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এগিয়ে এলেই ওরা আবার স্বস্থানে ফিরে যাবে। না শ্যামলীদেবী আপনাকে এভাবে আড়ালে থাকতে আমরা দেব না। আপনাকে যেতেই হবে। আমারা স্থির করে ফেলেছি।

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী পাটনায় যাবে?

রণবীর। আপনি অমন চমকে উঠলেন যে। তিনি যা শিখেছেন, যে স্থান তাঁর প্রাপ্য সে ন্যায্য আসন দিতে হবে বৈকি। কতবড় একটা সুযোগ ভাবুন দেখি। কত বড় বড় ওস্তাদরা আসছেন। তুদিন ধরে ফাংশন। কতবড় একটা সুযোগ অর্থাৎ বিনা কষ্টে একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু শ্যামলীর পক্ষে পাটনা যাবার সুবিধা হবে কি?

রণবীর। কি মুস্কিল, শ্যামলী দেবী কি একা যাচ্ছেন? কতলোকে যাচ্ছে, বিরাট আয়োজন, এ তো আর যারতার ব্যাপার নয়। সব বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে ব্যাপার। আর মেয়েদের তো স্পেশাল ব্যাপার। ও আপনি কিছু ভাববেন না। বাড়ী থেকেও বেশী আদর-যত্ন, দেখাশোনার দায়িত্ব।

ওসব ভাববেন না। অবশ্য ইচ্ছে করলে আপনিও যেতে পারেন।

শ্যামলী। চলনা ঘুরে আসবে। মাত্র দিন তিনেক তো লাগবে, কি বলেন?

রণবীর। হ্যাঁ, তিনদিন তো লাগবেই।

দেবপ্রসাদ। তুমি যাবে নাকি?

শ্যামলী। মাত্র তো কদিনের ব্যাপার, ভাবছি ঘুরে আসব।

রণবীর। নিশ্চয়ই। এতে আর ভাবা-ভাবির কি আছে। এ সুযোগ পেলে কেউ কি ছাড়ে। কত সৌভাগ্য হলে এমন জ্ঞানিগুণীর আসরে গান গাওয়া যায়?

দেবপ্রসাদ। কিন্তু আমার পক্ষে ওই তিন দিন ব্যবসা বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

শ্যামলী। চলনা ঘুরে আসবে। বিমলদাও এখানে নেই; যে তাকে নিয়ে যাব। অবশ্য বাবা যেতে পারেন। তুমি যদি একান্ত না যেতে পার—

দেবপ্রসাদ। কিন্তু তোমার যাওয়া কি সম্ভব হবে?

শ্যামলী। তুমি অমত কর না লক্ষ্মীটি। এরা যখন বলছেন কোন অসুবিধা হবে না।

রণবীর। না, না, অসুবিধার কথা আপনি মোটেই ভাববেন না।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু আপনারা হঠাৎ শ্যামলীর কাছেই বা এলেন কেন?

রণবীর। এটা একটা প্রশ্ন করছেন। ব্যাপারটা কি জানেন, গান তো অনেকেই গায়, আমিও তো গাই। কিন্তু বাইরের দশজন বিশিষ্ট গায়ক যেখানে আসছেন সেখানে আমরা এমন গায়ককে তুলে ধরতে চাই, যাকে তুলে ধরা যায়।

শ্যামলী। তুমি চেষ্টা করে দেখ যদি যেতে পার। না হলে বাবাকেই বলতে হবে সঙ্গে যাবার জন্যে।

দেবপ্রসাদ। এই বুড়ো বয়সে তিনি—

শ্যামলী। একটু হয়ত অসুবিধা হবে—কিন্তু উপায় কি। তাই তো বলছি তুমি যদি যেতে পারতে সবচেয়ে ভাল হোত।

রণবীর। আচ্ছা সেটা পরে আপনারা ঠিক করে নেবেন। আমি মোটামুটি এটা ঠিক করে ফেলি কি বলেন?

শ্যামলী। বেশ

রণবীর। আমি তাহলে এবার উঠি, পরে এসে একদিন কনট্রাক্টসই করে নিয়ে যাব। নমস্কার।

(বাহির হইয়া গেল)

শ্যামলী। এমন একটা সুযোগ যে না চাইতেই এসে পড়বে, আমি ভাবিনি। একেই বলে ভাগ্য, না?

দেবপ্রসাদ। হুঁ।

শ্যামলী। তুমি কি ভাবছ বল তো।

দেবপ্রসাদ। কিছু না।

শ্যামলী। আমায় লুকোচ্ছো। বলব কি ভাবছ?

দেবপ্রসাদ। বল।

শ্যামলী। ভাবছ, কোনও রকমে ছুদিনের জন্যে ব্যবসা থেকে ছুটি নেওয়া যায় কি-না॥ তাই না? তুমি গেলে খুব ভাল হয়। কত বড় বড় ওস্তাদরা আসবেন। তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে। কত নতুন নতুন জিনিস জানা যাবে। আর এমন একটা পরিবেশ; শুধু স্থর, স্থর আর স্থর।

দেবপ্রসাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) রাত অনেক হোল, কাপড় জামা ছেড়ে নাও।

শ্যামলী। হ্যাঁ, এই যাই। (ভিতরে চলিয়া গেল)

(দেবপ্রসাদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একটু পরে ওর মার প্রবেশ)

মা। দেবু, বৌমার পাটনা যাবার দিন কি ঠিক হয়েছে?

দেবপ্রসাদ। ওর পাটনা যাবার দিন? না তো।

মা। ২।৪ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই যাওয়া হচ্ছে না।

দেবপ্রসাদ। না, প্রায় দিন পনেরো তো বটেই।

মা। অতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না। এ সপ্তাহেই একটা ভাল দিন দেখে তুমি আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও দেবু।

দেবপ্রসাদ। যাবার। কোথায়?

মা। কাশী, তোমাকে তো আগেই বলেছি যে বাকী জীবনটা আমি বাবা বিশ্বনাথের চরণে কাটিয়ে দিতে চাই।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু কেন মা?

মা। কেনর কি আছে? বয়স হয়েছে, তোমাদের সংসার গুছিয়ে দিয়েছি এবারও যদি আমার যাবার সময় না হয় তো কবে হবে?

দেবপ্রসাদ। কিন্তু কেন যাবে মা? তুমি কি তোমার বৌমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

মা। আমি তো তোমাকে বলেছি দেবু, বাকী জীবনটা আমি বাবা বিশ্বনাথের চরণেই কাটাতে চাই। সংসারে আমার মন বসছে না। তুমি ঠাকুর মশায়ের সাথে কথা বলে দিন ঠিক করে নাও। আমি এ সপ্তাহে যেতে চাই। তোমার যদি সময় হয় তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে এস। (বলিয়া ভিতরে চলে গেলেন। দেবপ্রসাদ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

—মঞ্চ ঘুরিল—

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লাব। বীরেশ্বর একাকী বসিয়া সিগারেট টানিতেছে, সমরের প্রবেশ।

বীরেশ্বর। আচ্ছা সমর, এর কোন মানে হয়?

সমর। না হয় না।

বীরেশ্বর। হয় না তো হচ্ছে কেন?

সমর। হচ্ছে নাকি? তাহলে ভারী অন্যায়।

বীরেশ্বর। কি অন্যায়?

সমর। হওয়াটা—

বীরেশ্বর। কি হওয়া?

সমর। যেটা অন্যায়—

বীরেশ্বর। (চটিয়া) সেই অন্যায়টা কি?

সমর। যেটা হওয়ার মানে হয় না।

বীরেশ্বর। দেখ সমর সব সময় ইয়ার্কির মানে হয় না। তোমাদের আর কি, পরিচালক হিসেবে আমার একটা নাম আছে, যাতা করে একটা বই ষ্টেজ করতে আমি পারব না। তোমরা যদি ঠিক মত রিহার্সাল না কর, বন্ধ করে দাও।

সমর। কিন্তু বীরু তুমি তো এদের আমার থেকেও বেশী জান। এত আগে থেকে রিহার্সালে এরা কখনও এসেছে?

বীরেশ্বর। না আসার কোন মানে হয় না। থিয়েটার

আজকাল আর কেবল ফূর্তির জিনিষ না। এটা একটা বড় আর্ট। আর আমরা এখনও এটাকে একটা ফুর্তি বলে রেখে দিয়েছি। এর কোন মানে হয়? সেই সাতটা থেকে ধূনো জ্বেলে বসে আছি, কারও পাত্তা নেই। সেক্রেটারী বলে তুমি তো তবু এই সাড়ে আটটায় এলে। আর কেউ বোধ হয় পায়ের ধূলোও দেবেন না। দেবুটা আগে নিয়ম করে আসত; আজকাল তারাও দেখা মেলা ভার।

সমর। এটা তোমার অন্যায় বীরু। সে বেচারা আগে ব্যাচিলর ছিল, কোথাও যাবার যায়গা ছিল না, এখানে এসে অবসর সময় যাপন করত। এখন বিয়ে থা করেছে। এখনও সে নিয়ম করে আসে কি কোরে?

বীরেশ্বর। কোন মানে হয় না। বিয়েও তো ছ'মাসের উপর হয়ে গেল।

সমর। তা গেল। কিন্তু ছ-মাসের মধ্যেই কি বৌ পুরানো হয়ে যাবে? তোমার গিয়েছিল?

বীরেশ্বর। যে তুলনার মানে হয় না, সে তুলনা কোরো না। বল্লে আবার খারাপ শোনাবে। আমার বৌ আর দেবুর বৌ।

সমর। ছিঃ, ছিঃ, বীরেশ্বর এ কথা বলার কোন মানে হয় না। এ প্রসঙ্গ থাক।

বীরেশ্বর। তুমিই তো তুললে বাপু। এখন আবার আমার মুখ চাপা-দিচ্ছ কেন? এরপর তো সবাইকে বলবে

যে বীরু বলেছিল তার বৌ-এর কাছে দেবুর বো কিছুই না। কোন মানে হয় এ সবের?

সমর। না আমি সে সব কিছু বলব না। সে প্রসঙ্গ থাক।

বীরেশ্বর। আর শুধু রূপের কথা কেন। বলি আমরা তো খবর কিছু কিছু পাই।

সমর। কি খবর?

বীরেশ্বর। তুমি আবার দেবুর বন্ধুলোক তোমাকে বলাও বিপদ।

সমর। বিপদের কি আছে। তোমাকে ধরে তো আর আমি মারব না।

বীরেশ্বর। ওরে বাবাঃ। মারার কথাটা মনে যখন এসেছে তখন সঠিক বলা যায় না; মেরেও বসতে পারো। যাক আমার আবার গোপন করা পোষায় না। এজন্য স্ত্রীর কাছে—।

সমর। আবার স্ত্রী কেন।

বীরেশ্বর। না, ওই পরস্ত্রী থেকে নিজের স্ত্রী এসে গেল আর কি। কথা হচ্ছে শুনলাম দেবু তো বিশেষ পাত্তা পায় না।

সমর। মানে।

বীরেশ্বর। মানে এই যে আগে তো বৌ-এর সাথে নিজে সভায়টভায় যেত। বৌ-এর দৌলতে নামটাও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজকাল বৌ একাই যায়। মানে গানের আসরে দেবু যে 'হংস মধ্যে বক যথা' সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে আর কি।

সমর। ছিঃ ছিঃ এসব কি আলোচনা করছো। তোমাদের যত আজগুবি বাজে কথা।

বীরেশ্বর। আজগুবি কথা! না, আজগুবি কথা নিয়ে বীরেশ্বর মাথা ঘামায় না। আমি তোমায় বলে রাখছি বৌএর ওই মলজিস দেবু বেশীদিন সইতে পারবে না। লোকচরিত্র আমি ভাল বুঝি। আর শুধু দেবু কেন? কোন পুরুষ-মানুষই কি পারে? স্ত্রীর বড় বড় জায়গা থেকে ডাক আসছে, এগিয়ে নিয়ে ভাল জায়গায় বসাচ্ছে। ভাল ভাল খানাপিনা চলছে আর স্বামী হয়ে সে শুধু পিছন পিছন ঘুরে বেড়াবে! ওটা চাকর বেয়ারার পোষায়। স্বামীর পোষায় না। তবে যদি তেমন আঁচল ধরা স্বামী হয় তবে পোষায়। কিন্তু দেবু তো সে রকম নয়।

সমর। ওঃ, বাবাঃ! তুমি যে একেবারে ভবিষ্যৎ বক্তা ত্রিকালের ঋষি হয়ে দাঁড়িয়েছ।

বীরেশ্বর। এ ভবিষ্যৎ নয় এ বর্তমান। যা ঘটছে অর্থাৎ ঘটে বসে আছে। তারপর বুঝলে না, মানুষের মন না মতি। এই বাইরে ঘুরতে ঘুরতে কোনদিন শ্যামলীর মাথা ঘুরে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

সমর। থাক থাক, এ সব আলোচনা।

বীরেশ্বর। আলোচনা থামিয়ে কি হবে গো, ঘটনা যে ঘটতে আরম্ভ করেছে।

সমর। আরম্ভ করেছে! কি আরম্ভ করেছে!

বীরেশ্বর। না জানার ভান করছ কেন বাপু! দেবুর মা আছেন না চলে গেছেন?

সমর। চলে গেছেন!

বীরেশ্বর। কোনও মানে হয় না। যে বৌএর জন্যে মাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হয় আমি হলে সে বৌকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতাম। তা সে যত গুণের বৌ হোক না কেন।

সমর। ব্যাপারটা ঠিক তা নয় বীরু। দেবুর মা বহুদিন ধরেই কাশীবাসী হবেন বলে স্থির করেছিলেন। শুধু ছেলের বিয়ের জন্যে গিয়ে উঠতে পারেন নি। এখন ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, ওদের স্থিতি করে দিয়ে নিশ্চিন্তে মনে ধর্মকর্ম করবেন।

বীরেশ্বর। দেখ সমর দেবু তোমার বন্ধু। সুতরাং তাকে আড়াল করে চলা তোমার কর্তব্য। কিন্তু আমরাও তো চালের ভাত খাই হে। ওসব বুঝি।

সমর। তা বুঝতে পার। কিন্তু পরের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রতার পরিচয় নয়। ও প্রসঙ্গ থাক। দেবু ভাল হোক, খারাপ হোক কি আসে যায় তাতে ?

বীরেশ্বর। তা একটু আসে যায় বৈকি। বৌএর জন্য মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় যে ছেলে তার সম্বন্ধে আলোচনা করাটা নীতিবিরুদ্ধ নয় ?

সমর। কি বলছ তুমি। দেবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কি সব নোংরা ধারণা করে বসে আছ। ছিঃ তোমার মন এত নোংরা আমার ধারণা ছিল না।

বীরেশ্বর। আমার মন নোংরা। তুমি যদি ইচ্ছে করে

চোখে ঠুলি পরে থাক তবে আলাদা কথা। কিন্তু একথা সবাই বলছে তুমি কজনের মুখ বন্ধ করবে সমর।

সমর। এসব আলোচনা সবাই করছে নাকি!

বীরেশ্বর। করবে না? সবাই তো তোমার মত ভাগ্যবান নয় যে শ্যামলী বৌদির হাতের চা আর মুখের গানে চোখে ধুতরোর ফুল দেখছে।

সমর। ক্লাবেও এ আলোচনা হচ্ছে নাকি আজকাল?

বীরেশ্বর। ক্লাবে কেন? সর্ব্বত্রই হচ্ছে। ঘটনা ঘটলেই আলোচনা হবে।

সমর। ও। আমি আজ এই মূহূর্ত থেকে ক্লাব ত্যাগ করলাম।

বীরেশ্বর। বল কি! ক্লাব ত্যাগ করলে।

সমর। হ্যাঁ। (একটা কাগজ টানিয়া। পদত্যাগপত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।) এবং যে ক্লাবে এইসব আলোচনা হয় সে ক্লাব যাতে তাড়াতাড়ি উঠে যায় সে ব্যবস্থা আমি করব।

বীরেশ্বর। দেখছ কী পাগলামী। একটা কথা উঠেছে, তোমার ভালর জন্যে বল্লাম, আর তুমি কিনা—দেখত এসবের কোন মানে হয়।

সমর। আগেও দুএকটা ব্যাপারে তুমি আমার ও দেবুর বিরুদ্ধে ঘোট পাকাবার চেষ্টা করেছ। বন্ধু বলে আমি বরাবরই সে সব হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। আমল দিই, নি। কিন্তু এবারে—

বীরেশ্বর। নিশ্চয়ই বন্ধু বলেই তো তোমাকে একটু সতর্ক

করে দিলাম, না হলে আমার কি স্বার্থ ছিল তোমাকে বলবার। না হলে তোমাকে আমি চিনি না। দেখ তো কি কাণ্ড।

সমর। ঠিক আছে এই চিঠিটা প্রেসিডেন্টকে পাঠিয়ে দাও।

বীরেশ্বর। আমি দিতে যাব কেন? আমার কি দায়।

হঠাৎ দেবপ্রসাদের প্রবেশ।

সমর। চল দেবু।

দেবপ্রসাদ। সে কি ক্লাবে ঢুকতে না ঢুকতেই বের করে দিচ্ছ? কী ব্যাপার একটু যেন ঝড় বয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

সমর। কিছু নয়, তুমি চল।

দেবপ্রসাদ। বীরু কি হয়েছে?

সমর। (বীরু কি বলিতে যাইতেছিল, সমর তাহাকে বাধা দিল) বীরু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোন রকম আলোচনা হয় সেটা পছন্দ করিনা আমি।

বীরেশ্বর। কিন্তু এটা শুধু তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এর সাথে আমি জড়িত। দেবুও খানিকটা জড়িত।

দেবপ্রসাদ। আমি জড়িত? কি ব্যাপার সমর?

সমর। কিছু নয়, তুমি চল।

দেবপ্রসাদ। বুঝেছি। শ্যামলীকে নিয়ে কোন কথা উঠেছিল বুঝি?

বীরেশ্বর। ও তোমার কানেও গেছে? যাবে বৈকি।

আর সমর শুধু আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে। আর আমার মন নোংরা বলে আমাকে যাচ্ছেতাই বলছে, কোনও মানে হয় না।

দেবপ্রসাদ। কি কথা হচ্ছিল বীরু।

বীরেশ্বর। না এই—

সমর। বীরু দোহাই তোমার। তুমি চুপ কর একটু। আমি বুঝতে পারছি না, কি ধরণের লোক তুমি। হয় তুমি অতি নির্বোধ না হয় অতি বড় শয়তান। চলে এস দেবু।

দেবপ্রসাদ। একটু দাঁড়াও সমর। ব্যাপারটা আমাকে জানতে দাও। লুকোবার কি আছে? বল বীরু কি ব্যাপার।

সমর। তোমার শুনতে ইচ্ছা হয় তুমি থাক আমি চল্লাম।

(সমর বাহির হইয়া গেল)

দেবপ্রসাদ। বল বীরু। কোনও কিন্তু করবে না। মানুষ মাত্রেই ভুল করা স্বাভাবিক! আর নিজের ভুল সব সময় নিজের চোখে পড়ে না।

বীরেশ্বর। ঠিকই তো! সেই কথাটাই তো সমরকে বলতে গিয়েছিলাম। তা ওতো চটে মোটেই একশা। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে বুঝবে বৈকি।

দেবপ্রসাদ। ব্যাপারটা কি?

বীরেশ্বর। ব্যাপারটা কিছুই না, এই তোমার মার কাশীবাসী হওয়াটা। অনেকে এরজন্য তোমার বৌকে দায়ী করছে। তা আমি বলি বৌ এর জন্য দেবুর মার কাশীবাসী হওয়ার কি সম্বন্ধ? এতো আর আমাদের পাঁচ জনের বৌ-এর মত নয় এ বৌ হল শিল্পী। দিনরাত গান বাজনা নিয়েই আছে।

সংসারের সাথে কতটুকু তার সম্বন্ধ। কি বল! শ্বাশুড়ী দূরের কথা স্বামীর সাথেই বা সম্বন্ধ কতটুকু। কি বল। হেঃ, হেঃ, হেঃ।

দেবপ্রসাদ। তুমি ঠিকই বলেছ।

বীরেশ্বর। তবেই বোঝ, এই কথাতেই সমর রাগ করে ক্লাব ছেড়ে দেওয়ার চিঠি দিয়ে গেল। এর কোন মানে হয়? তোমাকে একটু হিংসে করেছিলাম, সে একটু দোষ হয়েছে বলতে পার।

দেবপ্রসাদ। আমাকে হিংসে। কি রকম?

বীরেশ্বর। মানে চিরকাল তো বৌ-রাই স্বামীদের নাম ভাঙ্গিয়ে খেল। সেদিক থেকে তুমি ভাগ্যবান। ধারাটা পাল্টে দিয়েছ। কষ্ট না করেই বিখ্যাত হয়ে পড়েছ—ওই শ্যামলী দেবীর স্বামী বলে আর কি?

(হেঃ হেঃ করিয়া হাসিল।)

দেবপ্রসাদ। শ্যামলীর স্বামী, না! ঠিক বলেছ বীরু।

বীরেশ্বর। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। অতবড় একটা ব্যবসা চালাচ্ছ, তুমি তো বুঝবেই। কিন্তু এরা একেবারে মাথা গরমের দল। চটেই অস্থির, আমাকে যাচ্ছে তাই বলে গালাগালি করে গেল। কোনও মানে হয় না।

দেবপ্রসাদ। আমি ওকে বুঝিয়ে দেবখন। তোমার কোনও দোষ নেই। দোষ আমার সব দোষ আমার।

(বাহির হইয়া গেল)

—মঞ্চ ঘুরিল—

———

তৃতীয় দৃশ্য

[গিরিধারী ঢুকিয়া ঘড়ি দেখিয়া।]

গিরিধারী। এই যা বৌদিদিমনির গান আছে না। (রেডিও খুলিল) শ্যামলীর গান প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

দেবুর প্রবেশ।

রেডিওর দিকে একবার চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। গান শেষ হইল; রেডিও বন্ধ করিল, (সমরের প্রবেশ)

সমর। গিরিধারী, বাবু কোথায়?

গিরিধারী। বসুন, ডেকে দিচ্ছি। (ভিতরে চলিয়া গেল।)

[দেবপ্রসাদের প্রবেশ]

দেবপ্রসাদ। কি ব্যাপার সমর, এত রাত্রে?

সমর। সব শুনেছ নিশ্চয়ই।

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু বীরু এমন কি অন্যায় বলেছে বলে আমার মনে হয় না, যে জন্যে তোমার ক্লাব ছাড়তে হতে পারে।

সমর। অন্যায় নয়? অন্যের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কুৎসা রটনা—

দেবপ্রসাদ। কিন্তু কুৎসা যদি সত্য হয়? সেত মিথ্যা কুৎসা রটনা করে নি। তার কথার প্রায় সবটাই যে সত্যি এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

সমর। সত্য হোক, মিথ্যা হোক এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার তার কতটুকু।

দেবপ্রসাদ। অধিকার অনধিকারের কথা নয় সমর। যে কথাটা আর দশজনেই ভাবছে ফিসফিসিয়ে কানাকানি করছে সেই কথাটাই সে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়?

সমর। কিন্তু শ্যামলীদেবী ইচ্ছা করে মাসীমার অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন একথা তুমি বলতে পার না। তুমি সব জেনে শুনেই তাকে বিয়ে করেছ। মাসীমা সব জেনেই মত দিয়েছিলেন। তবে সব দায়িত্বভার তার একার কেন হবে?

দেবপ্রসাদ। হয়ত না। কিন্তু মাকে যে কাশী চলে যেতে হল সেটা মায়ের নিজের দোষেও নয়। আর আমি—আমি যে বিয়ে করে স্ত্রী পেলাম না সে দোষও আমার নয়।

সমর। কি বলছ তুমি?

দেবপ্রসাদ। সমর, শ্যামলীকে আমি বিয়ে করেছি সত্য কিন্তু তাকে আমি পাই নি। সে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

সমর। এ তোমার অভিমানের কথা। শ্যামলীদেবী শিল্পী। তার মন অন্য সুরে বাঁধা। তাই হয়ত—। না, না এ তোমার কল্পনা বিলাস। তোমার মনের কথাটা বলেই দেখ না।

দেবপ্রসাদ। তাই বলব।

সমর। তাই বল। যদি কিছু ভুল বোঝাবুঝি থাকে

পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে তাকে হুট করে একটা কিছু বলে বসো না।

দেবপ্রসাদ। হুট করে কিছু আমি বলি না, সে সংযম আমার আছে সমর। আমি যা করি ভেবে চিন্তেই করি। এই গানের ব্যবধান আর রাখব না। তোমাকে ধন্যবাদ সমর। এতরাত্রে তুমি কষ্ট করে ছুটে এসেছো এজন্য তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার।

সমর। তাহলেই হবে। [প্রস্থান।

[দেবপ্রসাদ ভিতরে চলিয়া গেল]

একটু পরে মোটরের আওয়াজ। শ্যামলী ও রণবীরের প্রবেশ।

শ্যামলী। অতবড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আমার সাহস হয় না। তবে যতটুকু সাহায্য করার তা আমি করব।

রণবীর। দেখুন সঙ্গীত তো আজকাল প্রফেসন হয়ে পড়েছে। যদি এটাকে শিল্পের পর্য্যায়ে না রাখা যায় হয়ত দেখা যাবে ২।৫ বছর পরে এর মৃত্যু হয়েছে। অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা সস্তা ফাংশন মাতান গান গেয়ে নাম কিনেছেন, টাকা লুটছেন, কিন্তু নতুন সাধনা যদি না থাকে, সৃষ্টির প্রেরণা যদি না থাকে তবে এর জীবন শক্তি কতদিন থাকবে আর? আপনারা যারা এই সাধনা নিয়ে আছেন তারা না এগিয়ে এলে চলবে কেন?

শ্যামলী। বুঝলাম তো সব। কিন্তু এই রকম স্কুল কলেজে শিক্ষা দেবার মত বিদ্যে কি আমার আছে?

রণবীর। আছে কি না আছে সে বিচারের 'ভারটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন। পাটনার জলসায় তো প্রমাণ পেয়েছি। ভেবে দেখুন সেখানে তারা আপনাকে কি সম্মানটা দিয়েছে।

শ্যামলী। বিমলদার ঋণ আমি শুধতে পারব না। এসবই তাঁর দয়ায়। কিন্তু যা বলছিলাম শিক্ষার দায়িত্ব আমার নিতে সাহস হয় না।

রণবীর। বেশ তো সপ্তাহে ২।৩ দিন করে যাবেন। যে জিনিষ আপনি আয়ত্ব করেছেন তার কিছুটা এদের দিয়ে যান।

শ্যামলী। আমার নিজেরই যে শেখবার অনেক বাকি এখনও।

রণবীর। আহা যেটুকু আছে আপনার তাইতো এদের কাছে অনেক, তারই কিছুটা দিন।

শ্যামলী। কিন্তু দায়িত্ব—

রণবীর। না, ওসব শুনছি না, শ্যামলীদেবী। আপনি বুঝবেন না আপনার ভিতর প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে, অবহেলায় বাধা পেয়ে সে সম্ভবনা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে তার চেয়ে ক্ষোভের আর কিছু থাকবে না।

[দেব প্রসাদের প্রবেশ]

শ্যামলী। তুমি এসে গেছ? কতক্ষণ এসেছ?

দেবপ্রসাদ। এই কিছুক্ষণ।

রণবীর। ওঃ হো, আপনাদের রাত্ত করিয়ে দিচ্ছি।

শ্যামলী। না, না তাতে কি? আপনি বরং ওটা আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে আমাকে পরে একটা সংবাদ দেবেন।

রণবীর। ঠিক আছে তাই হবে। নমস্কার—

[প্রস্থান]

শ্যামলী। তুমি রাগ করেছ, না?

দেবপ্রসাদ। না।

শ্যামলী। নিশ্চয়ই রাগ করেছ। মুখ ভার, বলত কি হয়েছে?

দেবপ্রসাদ। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো শ্যামলী? মনে হয় আমাকে বিয়ে করা তোমার বোধহয় ভুল হয়েছে।

শ্যামলী। কেন? একথা কেন বলছ?

দেবপ্রসাদ। তোমার সাধনার রাস্তা থেকে অনেক দূরের লোক আমি।

শ্যামলী। আজ হঠাৎ একথা তোমার মনে হল কেন?

দেবপ্রসাদ। তোমার উপযুক্ত আমি নই।

শ্যামলী। এসব কথা বলে কেন আমাকে অপরাধী করছ?

দেবপ্রসাদ। আচ্ছা শ্যামলী, সত্যি করে বলত আমাকে বিয়ে করে সত্যি কি তুমি সুখী হয়েছ?

শ্যামলী। এর থেকে সুখের কিছু আমি চিন্তাই করতে

পারি না। কোনও দিন চিন্তাও করি না। কিন্তু আজ এসব কথা তুমি তুলছ কেন?

দেবপ্রসাদ। আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভালবাসতে পার নি।

শ্যামলী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ শ্যামলী, তুমি শিল্পী, দেশ জোড়া তোমার নাম। তোমার এ গুণের আমি কি মর্যাদা দিতে পারি।

শ্যামলী। তুমি এমন করে কেন বলছ?

দেবপ্রসাদ। আমি যদি তোমার উপযুক্তই হতাম তাহলে তুমি এমন করে আমাকে দূরে দূরে রাখতে পারতে?

শ্যামলী। তোমাকে আমি দূরে রেখেছি? কি জানি একথা কেন তোমার মনে হল। আমি কি জানি না তুমি আমাকে কত ভালবাস। না হলে কুরূপা মেয়েকে কেউ বিয়ে করে, না তাকে নিয়ে সংসার করে।

দেবপ্রসাদ। তবে কেন, আমাদের মধ্যে এই ব্যবধান? কেন তোমাকে আমি পাই না?

শ্যামলী। পাও না? এই তো আমি তোমার কাছে রয়েছি।

দেবপ্রসাদ। এটা তো বাইরের দেহ। তোমার মন?

শ্যামলী। বল কি করে দেখাব, সে মনও আমি তোমাকেই শুধু দিয়ে রেখেছি।

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী, একলা আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

তোমাকে কাছে পেতে চাই। একান্ত কোরে পেতে চাই। কিন্তু তোমার বাইরের জগৎ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

শ্যামলী। তুমি সে আড়াল ভেঙ্গে দাও। তোমার জিনিষ তুমি কেন দূরে যেতে দিচ্ছ? কেন জোর করে কাছে রাখছ না?

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী; বাবা কাজের লোক ছিলেন। প্রায় বাইরের লোকের সামিল। মা আর আমি এই তো আমাদের সংসার। তারপর তোমার সাথে দেখা। এক মুহূর্তে এত ভাল লাগল যে সমস্ত বাধাকে সরিয়ে রেখে, মায়ের অমতেই তোমাকে বিয়ে করেছি।

শ্যামলী। মা-এর অমতে?

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ। মা সেটা তোমাকে কখনও বুঝতে দেন নি। পাছে তুমি কষ্ট পাও, পাছে কোনও দিন তার ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠে তাই তিনি কাশী চলে গেলেন। যার জন্যে আমি একমাত্র সম্বল মাকেও হারালাম। আজ দেখছি তাকেও আমি পাইনি।

শ্যামলী। তুমি আমার জন্যে এত ত্যাগ করেছ? আমাকে তুমি বলে দাও কি করলে তুমি খুশী হবে? আমি তাই করব। তোমাকে সুখী করতে না করণীয় আমার কিছু নেই। তুমি যদি সুখী না হলে, তোমাকেই যদি সুখী না করতে পারলাম তবে জীবন মিথ্যা, জন্ম মিথ্যা, সব মিথ্যা। বল তুমি কিসে সুখী হবে!

দেবপ্রসাদ। আর কিছু চাই না। তুমি শুধু আমার হও। কেউ যেন তোমাকে আমার থেকে আড়াল না করতে পারে।

শ্যামলী। কে আমাকে আড়াল করে আছে? আমার বাইরের জগৎ? আমার গানের ভক্তের দল। চুপ করে আছ কেন বল? এ ছাড়তে আমার কতক্ষণ লাগবে? তারা আমার কাছে তোমার থেকে বড় নয়। তুমি যদি চাও আমি আর কোথাও যাব না।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু তাতে তোমার কষ্ট হবে।

শ্যামলী। তোমাকে হারাবার কষ্টও তো কম নয়। তোমার জন্যে এ কষ্ট আমার কিছুই নয়। তুমি যদি বল আমি গানও ত্যাগ করতে পারি।

দেবপ্রসাদ। না, না, না গান ত্যাগ করবে কেন? গান তোমার জীবন। গানের মধ্যেই তো তুমি বেঁচে আছ। আর এই গানই তোমাকে আমার কাছে টেনে এনেছে। গান তোমাকে বন্ধ করতে আমি বলি নি।

শ্যামলী। কি করতে হবে বল?

দেবপ্রসাদ। ······না থাক সে তুমি পারবে না।

শ্যামলী। পারব না! বলই না কি। তোমার জন্যে আমি না পারি কি? বল।

দেবপ্রসাদ। বাইরে যারা তোমাকে অহঃরহ ঘিরে রয়েছে, তাদের আড়াল থেকে তুমি মুক্ত হও। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। কি, পারবে?

শ্যামলী। বাইরে গান গাওয়া বন্ধ করব।—।। গান বন্ধ করব। কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব। তোমার জন্য এইটুকু পারব না, কেন? আজ থেকে আমি আর কোথাও যাব না।

দেবপ্রসাদ। কথা দিচ্ছ?

শ্যামলী। কথা দিচ্ছি।

দেবপ্রসাদ। তাহলে এক কাজ কর। দাঁড়াও আসছি। (উঠিয়া একখণ্ড কাগজ আনিয়া তাহাতে কি লিখিল, তারপর শ্যামলীর কাছে আসিয়া।) এটাতে একটা সই করে দাও।

শ্যামলী। কি এটা?

দেবপ্রসাদ। কাগজে ষ্টেটমেণ্ট। যাতে লোকে আর তোমাকে বিরক্ত করতে না আসে। না হলে হয়ত রোজই একদল আসবে আর তাদের কাছে বসে বসে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তার থেকে এতেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

শ্যামলী। ষ্টেটমেণ্ট। কাগজে ষ্টেটমেণ্ট দেব। আচ্ছা দাও। (সই করিল।)

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী; আমার মনের বোঝা আজ থেকে নেমে গেল।—কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ, তোমার মনে কোন ক্ষোভ নেই তো?

শ্যামলী। কি যে বল। তোমাকে সুখী করতে পেরেছি এই তো আমার বড় আনন্দ। এ জন্যে মনে ক্ষোভ হবে কেন? তুমি বল তুমি খুশী হয়েছ?

দেবপ্রসাদ। হয়েছি। আজ থেকে তোমার আমার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। আজ থেকে তুমি শুধু আমার, শুধু আমার—

(তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল।)

মঞ্চ ঘুরিল

———

চতুর্থ দৃশ্য।

[মন্মথবাবুর বাড়ী। মন্মথবাবু বসিয়া, সম্মুখে একটি খবরের কাগজ, কালীবাবুর প্রবেশ।]

মন্মথ। এস, কালী।

কালীবাবু। ব্যাপার কি বলত?

মন্মথ। কিসের?

কালীবাবু। কাগজে দেখলাম শ্যামলী একটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছে সে নাকি গান বাজনা ছেড়ে দিয়েছে?

মন্মথ। আমিও তাই দেখলাম।

কালীবাবু। তোমাকে কিছু জানায় নি?

মন্মথ। না, এই তো সেদিন এসেছিল। এ সম্বন্ধে কিছুই বলে নি, হঠাৎ আজ সকালে কাগজে দেখলাম। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কালীবাবু। কোন খবর নিয়েছ নাকি?

মন্মথ। না, ভাবছি একবার যাব। কিন্তু কেন যে হঠাৎ সে বন্ধ করে দিল তার কোন সম্ভাব্য কারণও মাথায় আসছে না।

কালীবাবু। জামাই-এর কোন রকম বাধা নিষেধ?

মন্মথ। জামাই তো গান শুনে, গান ভালবেসেই বিয়ে করল। সে কি ওর গান বন্ধ করবে? মনে হয় না।

কালীবাবু। কিন্তু যদি কোন ব্যাপার নিয়ে দুজনের মধ্যে মনকষাকষি হয়ে থাকে আর রাগ করে শ্যামলী গান বাজনা বন্ধ করে দিল?

মন্মথ। হতে যে পারে না তা নয়। কিন্তু এমন কি মন-কষাকষি হল যে সে জন্মে গান বন্ধ করে দেবে বুঝতে পারছি না। আর সব চেয়ে অবাক লাগছে যে আমাকে একটুও না জানিয়েই সে এমন একটা কাণ্ড করে বসল।

কালীবাবু। কাজটা যে কারণেই করুক। ভাল করেনি।

মন্মথ। হ্যাঁ। এই উঠতি মুখে এইভাবে—

কালীবাবু। শুধু সে জন্যেই নয়। শ্যামলীর গান গাওয়া শুধু পেশা বা নেশাই নয়। ওটা ওর সাধনা। যদি বাইরের কোন চাপে ও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তবে সেটা ওর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। ভিতরে সৃষ্টির নেশা আর বাইরের বাধা দুটিতে অশুভ পরিণতি ডেকে আনবে।

মন্মথ। কি জানি কিছুই তো বুঝতে পারছি না—

কালীবাবু। তোমার অমন হট করে বিয়েটা দেওয়া উচিৎ হয় নি।

মন্মথ। বিয়ে দেওয়ার সাথে একে আবার জড়াচ্ছ কেন? পাত্র হিসাবে দেবপ্রসাদ সুপাত্র একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না। আর যখন দেখলাম যে দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা মনের মিলও হয়েছে, তখন আপত্তি করার আর কি কারণ থাকতে পারে? রূপবান, প্রতিষ্ঠাবান ছেলে।—না, না আমার মনে হয় বিবাহিত জীবনে ওরা অসুখী নয়। তবু—তবু।

কালীবাবু। দেবপ্রসাদের মা নাকি কাশী চলে গেছেন?

মন্মথ। হ্যাঁ, কয়েক দিন হল।

কালীবাবু। কেন?

মন্মথ। এ বিয়েতে তিনি সম্পূর্ণ মত দিতে পারেন নি বলে। তোমাদের কাউকে একথাটা আগে জানাই নি। তাঁর প্রথম থেকেই মত ছিল না। আমি আগেই আঁচ করেছিলাম যে এমন কিছু একটা হবে।

কালীবাবু। ওর মা চলে যাবার পরেই শ্যামলী গান বন্ধ করল। এ দুয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই তো?

মন্মথ। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কি থাকতে পারে? নাঃ সেই সকাল থেকে ভেবে ভেবে আমি কোনও কূলকিনারা করতে পারিনি। জান, বিয়েটা হয়ে যাওয়ায় ভেবেছিলাম ঠাকুর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। শ্যামলীর স্বপ্ন এবার সার্থক হবে। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। আর্থিক অনটন নেই। জামাইটিও গান ভালবাসে। মা আমার এবার প্রাণ ভরে সাধনা করতে পারবে। কিন্তু একি! হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একি দুর্যোগ নেমে এল। মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। (বাহিরে গাড়ীর আওয়াজ) কে এল?

[শ্যামলীর প্রবেশ]

শ্যামলী। বাবা—

মন্মথ। আয় মা আয়। কিন্তু শ্যামলী আগে আমায় বল এ তুই কি করেছিস?

শ্যামলী। কেন বাবা। বাইরে ফাংশনে আর গান গাইব না ঠিক করেছি।

মন্মথ। কিন্তু কেন মা?

শ্যামলী। ভাল লাগেনা, বাবা।

কালীবাবু। মা, তুমি তোমার বাবাকে ভোলাচ্ছ কেন, সত্যকথাই বল। আমরা এতক্ষণ ধরে শুধু এই আলোচনাই করছিলাম।

শ্যামলী। কালীজ্যাঠা, সত্যকথাটা প্রায় এই। বাবার কাছে মিথ্যা বলব কেন? আসল ব্যাপার হচ্ছে একটা জিনিস আমি আগে ভেবে দেখিনি। আমার এই বাইরে বাইরে গান গাওয়ার ফলে তোমাদের জামাই-এর দিকে মোটেই চাইতে পারছিলাম না। ও বেচারা একলা হয়ে গিয়েছিল। তারপর শ্বাশুড়ী চলে যাবার পর সংসার তো একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। তাই…।

কালীবাবু। কিন্তু মা এর সাথে তোমার গান বাজনা বন্ধ করে দেবার সম্বন্ধ কি?

শ্যামলী। একে বারে তো বন্ধ করিনি। শুধু বাইরে গাওয়াটা বন্ধ করেছি।

কালীবাবু। এর আগে আমাদের একবার জিজ্ঞাসা করারও দরকার মনে করনি?

শ্যামলী। কালীজ্যাঠা তোমরা কত কি ভেবে বসে আছ, কে জানে। কিন্তু সত্যি বলছি এ ব্যবস্থাটা আমরা দুজনে মিলেমিশেই স্থির করেছি।

কালীবাবু। এই কদিনে কিছু মনে হয় নি।

শ্যামলী। না। কি মনে হবে?

মন্মথ। তুই একেবারে গান বন্ধ করিস নি তো?

শ্যামলী। না, বাবা না। আমি ওঁকে প্রায় সময়ই গান শোনাই। সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে। বরং গাইতে গাইতে ক্লান্ত হযে পড়ি।

মন্মথ। শরীরটা দেখা দরকার। আবার অসুস্থ হয়ে না পড়।

শ্যামলী। না বাবা, সেদিকে তোমাদের জামাইয়ের খুব দৃষ্টি। দুধ, ফল, হরলিক্স। সে একেবারে এলাহি কাণ্ড।

মন্মথ। জামাই আসবে না?

শ্যামলী। হ্যাঁ, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার কথা আছে। বাবা তোমার চা খাওয়া হয়েছে?

মন্মথ। নয়তো কি তোর আশায় বসে আছি?

শ্যামলী। আচ্ছা বাবা, কাগজ দেখে তোমরা খুব অবাক হয়ে গেছ না?

মন্মথ। হব না।

শ্যামলী। কি ভাবছিলে তোমরা? তোমার জামাই এর সাথে ঝগড়া করে বন্ধ করে দিয়েছি? (হাসিয়া) অথচ দেখ ঠিক উল্টোই ঘটেছে। জ্যেঠু একটা গান শোনাব? এখনতো তোমরাই একমাত্র শ্রোতা।

[শ্যামলী গান গাহিল]

— গান —

জানিয়ে গেলাম তোমায়
একটি প্রণাম প্রভু, একটি প্রণাম।

চিত্তের শতদলে
তনুমম আঁখি জলে
উজাড় করিয়া সবই সঁপিয়া দিলাম।
একটি প্রণাম প্রভু, একটি প্রণাম।
দুঃখের নিশি মাঝে
তুমি যে উষার আলো,
ঘুচাও শোক তাপ
চিত্তের যত কালো।
জাল প্রভু জ্ঞান দীপ
হৃদয় সুরভি ধুপ
কণ্ঠ ভরিয়া দেহ তব শুভ নাম।
একটি প্রণাম প্রভু, একটি প্রণাম।

(গান শেষ হইলে দেবপ্রসাদের প্রবেশ)

মন্ময়। এই যে তুমি এসে গেছ, বস।

দেবপ্রসাদ। না, বসব না আর। এখনও অফিস থেকে বাড়ী যাইনি।

মন্মথ। এ বাড়ীতে তোমাকে যত্ন করবার তো কেউ নেই।

দেবপ্রসাদ। তাতে কি হয়েছে?

কালীবাবু। এখনই ওকে নিয়ে যাবে? ওতো এই এল।

দেবপ্রসাদ। ঠিক আছে আবার কাল পরশু আসবে।

কালীবাবু। হ্যাঁ এখন তো ও মুক্ত। কিন্তু বাবা কাজটি কি ও ভাল করল?

দেবপ্রসাদ। কি ওই ফাংশনে গান গাওয়া বন্ধ করে? ও তো বলে এটা ওর পক্ষে ভালই হয়েছে।

শ্যামলী। কিন্তু বাবা আর কালীজ্যাঠা এটা মোটেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। শুধু কত কি আবোল তাবোল ভাবছেন।

দেবপ্রসাদ। প্রচার থেকে আড়ালে সরে আসা খুব কষ্টদায়ক। ওনরা সেই দিকটা ভেবেই আশংকা করেছেন। কিন্তু তোমার কি কষ্ট হবে?

শ্যামলী। না, কিছু না।

কালীবাবু। তা হলেই হোল মা। তা হলেই হল। কি বল মন্মথ?

মন্মথ। নিশ্চয়ই। তোমাদের সুখেই আমাদের সুখ।

দেবপ্রসাদ। আপনারা কিছু ভাববেন না। দুচার দিন কষ্ট হলেও সয়ে যাবে। এস শ্যামলী।

শ্যামলী। বাবা—আসি। কালীজ্যাঠা আসি—

(দুজনে চলিয়া গেল)

কালীবাবু। একটা প্রতিভার অকাল মৃত্যু হোল, বুঝলে মন্মথ।

—: বিরাম :—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শ্যামলী বসিয়া আছে। সহসা বাহিরে
কড়া নাড়ার আওয়াজ।)

শ্যামলী। গিরিধারী— (গিরিধারীর প্রবেশ) দেখতো কে ?

(গিরিধারী বাহির হইয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া)

গিরিধারী। রণবীর বাবু—

শ্যামলী। রণবীর বাবু ? বলে দে দেখা হবে না। আমার শরীর খারাপ (গিরিধারী বাহির হইতে গেল) আচ্ছা থাক। ডেকে দে।

(একটু পরে গিরিধারীর সহিত রণবীরের'প্রবেশ।
গিরধারী চলিয়া গেল।)

শ্যামলী। নমস্কার। বস্থন। (রণবীরবাবু নমস্কার করিয়া বসিল) কি ব্যাপার ?

রণবীর। কাল আমাদের স্কুলের প্রথম বার্ষিকী উৎসব।

শ্যামলী। এক বৎসর হয়ে গেল! হ্যাঁ, তাতো হবেই।

রণবীর। আপনাকে কেন্দ্র করেই এই স্কুলের জন্ম। অথচ—

শ্যামলী। যা হোল না, তা ভেবে লাভ নেই। বলুন কেন এসেছেন?

রণবীর। আপনাকে কাল একবারটি যেতে হবে।

শ্যামলী। গান তো আমি আর গাই না—

রণবীর। তবু কাল একবার আপনাকে যেতে হবে।

শ্যামলী। না রণবীর বাবু। গান আমার ভাল লাগে না।

রণবীর। কোথা দিয়ে কি যে হোল জানি না। কেন যে গানের আসর থেকে আপনি এভাবে সরে গেলেন আমাদের কাছে এ একটা বিরাট রহস্য।

শ্যামলী। ওটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার রণবীরবাবু।

রণবীর। তা বটে। তবু আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা আপনি কাল একবার আসুন আমাদের উৎসবে। আমরা ধন্য হব। (কার্ড আগাইয়া দিল)

শ্যামলী। আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু, কিন্তু যেতে আমি পারব না। আমায় ক্ষমা করবেন। কে কে আসছেন?

রণবীর। আসছেন অনেকে, ওস্তাদ কিষেন চাঁদজী; বিমল বাবু।

শ্যামলী। বিমলদা! বিমলদা আসছেন?

রণবীর। হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যায় আসবার কথা। বোধহয় এসে গেছেন।

শ্যামলী। বিমলদা আসছেন। বিমলদা—

রণবীর। তাইতো আপনাকে যাবার জন্য বিশেষ করে বলছি।

শ্যামলী। না, না আমি যেতে পারব না। পারব না যেতে। আচ্ছা, আপনি তাহলে—

রণবীর। আচ্ছা আমি তাহলে চলি। (নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল, শ্যামলী পাথরের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কার্ডটি টুকরো টুকরো করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। এমন সময় বিমল ঘরে ঢুকিল।)

বিমল। শ্যামলী!

শ্যামলী। কে! বিমলদা, বিমলদা! (হঠাৎ অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল) বিমলদা সব শেষ হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা আমি রাখতে পারিনি।

বিমল। (সান্ত্বনা দিয়া) কাঁদিস নে। এখানে এসেই সব শুনলাম। কি হয়েছে? গান বন্ধ করলি কেন?

শ্যামলী। স্বামী পছন্দ করেন না বলে।

বিমল। দেবপ্রসাদ গান পছন্দ করে না? কিন্তু একদিন তো তোর গানের জন্যেই—

শ্যামলী। একদিন তিনি রাত্রে আমায় ডেকে বল্লেন, 'তোমার গান তোমাকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। সংসারে আমি একলা হয়ে পড়েছি। এই আড়াল তুমি ভেঙ্গে দাও।' মনে করলাম বিয়ে করেছি, সংসার পেতেছি।

তিনি আমার স্বামী আমার জন্যে তাঁর জীবন, তাঁর সংসার নষ্ট করা আমার উচিৎ নয়। তাঁর দাবী সবার উপরে। তাঁকে কথা দিলাম। কারও কোন কথা না শুনে এক কথায় গান বন্ধ করলাম। মনে করলাম স্ত্রী হিসাবে সেই আমার প্রধান কর্তব্য।

বিমল। সুখী হয়েছিস? সে সুখী হয়েছে?

শ্যামলী। জানি না। বোধ হয় কেউই আমরা সুখী হইনি।

বিমল। না হওয়াই স্বাভাবিক। দেবপ্রসাদকে আর বলেছিস কিছু?

শ্যামলী। না।

বিমল। সেও কিছু বলেনি?

শ্যামলী। না। প্রথম প্রথম নিজেই যেচে গান শুনতে চাইতেন। ২।৩ মাস পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

বিমল। বাড়ীতে চর্চা রেখেছিস তো?

শ্যামলী। না।

বিমল। সে কি! কেন?

শ্যামলী। ভাল লাগে না।

বিমল। কষ্ট হয় না?

শ্যামলী। হয় না আবার! (কাঁদিয়া ফেলিল) বিমলদা কি যে কষ্ট হয় তোমাকে বোঝাতে পারব না। গাইবার জন্যে মনটা ছটফট করে, কিন্তু উপায় নেই।

বিমল। ওকে বলেছিলি?

শ্যামলী। আভাসে বলেছিলাম। বল্লেন 'বাড়ীতে যত খুশী গাও; আমি তো কখনও আপত্তি করিনি। বাইরের হাততালির অত মোহ কেন?' রাজি হন নি। কিন্তু বিমলদা গাইতে আমাকে হবেই। না হলে আমি পাগল হয়ে যাব। মাঝে মাঝে মাথাটা এমন গরম হয়ে উঠে, ইচ্ছে হয় ছুটে চলে যাই এই বাড়ীর গণ্ডী ছেড়ে। ইচ্ছে হয়, কি জান বিমলদা। ইচ্ছে হয় গলাটিপে ওই বাধাকে আমি সরিয়ে দিই। একটা কিছু উপায় কর বিমলদা, না হলে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, না হয় তো ভয়ংকর কিছু একটা করে বসব।

বিমল। দেবপ্রসাদ ফেরে নি এখনও?

শ্যামলী। না, ফেরবার সময় হয়েছে। বিমলদা, কিভাবে যে আমার এক একটা দিন কেটেছে তোমরা বুঝতে পারবে না? একটা লোককে মনের কথা খুলে বলতে পারিনি। কারও কাছে পরামর্শ নিতে পারিনি। খাঁচার মধ্যে বন্দীর মত ছটফট করেছি।

বিমল। মেশোমশাইকে বলতে পারতিস্।

শ্যামলী। বাবা মনে কষ্ট পেতেন মিছিমিছি। কিছু করতে পারতেন না।

(দেবপ্রসাদের প্রবেশ।)

দেবপ্রসাদ। বিমলবাবু যে! কবে এলেন? বহুদিন খোঁজখবর নেই।

বিমল। আজই এসেছি। কিন্তু এসব কি কাণ্ড দেবপ্রসাদ? শ্যামলীর গান তুমি বন্ধ করলে কেন?

দেবপ্রসাদ। গান তো বন্ধ করিনি। বাইরে গাওয়া ভালবাসি না শুধু তাই বলেছিলাম। তাতে ও নিজেই বন্ধ করেছে।

বিমল। এখন যদি ও বাইরে গায় তোমার আপত্তি আছে?

দেবপ্রসাদ। ওটাতে আমার সব সময়েই আপত্তি আছে। ঘরের বৌ বাইরে গান গেয়ে বেড়াবে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হুল্লোড় করবে এটা—

শ্যামলী। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হুল্লোড় আমি করি না।

দেবপ্রসাদ। আমরা ওটাকে হুল্লোড়ই বলি।

বিমল। কিন্তু বিয়ে করবার আগে তুমি জানতে শ্যামলী গান গায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেশে। জানতে না?

দেবপ্রসাদ। জানতুম।

বিমল। তাহলে কেন তুমি বিয়ে করবার আগেই ওকে জানাও নি যে বিয়ের পর ওসব চলবে না।

দেবপ্রসাদ। আগে যদি নাই জানিয়ে থাকি তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে?

বিমল। ক্ষতি এই হয়েছে, যে, একটা সম্ভাবনাকে তুমি নষ্ট করেছ। তুমি একজনকে খুশী করতে গিয়ে আর একজনের সুখ-শান্তি নষ্ট করেছ।

দেবপ্রসাদ। এটা শুধু আমার বা ওর ব্যক্তিগত খুশী অখুশীর কথা নয়। একটা বংশের ধারা এর সাথে জড়িত।

বিমল। কিন্তু বহু বড় বড় বংশের মেয়েরা, বউয়েরা,

গান গাইছে, অভিনয় করছে তোমার এ বাধা দেবার পেছনে যুক্তি নেই, দেবপ্রসাদ।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু বাইরের হাততালি না পেলে ওরই বা এত অসুখী হবার কি আছে? বাজারে নামতো হয়েছে; আবার কেন?

বিমল। ওটা শিল্পীদের ক্ষুধা, তুমি বুঝবে না।

দেবপ্রসাদ। যেমন আপনারা বোঝেন না আমাদের কথা। কিন্তু বিমল বাবু রাত হল। সমস্ত দিন খেটে বড্ড ক্লান্ত।

বিমল। প্রসঙ্গটা এভাবে চাপা দেবার চেষ্টা কোরো না, দেবপ্রসাদ শ্যামলীর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল। গানের জগতে ওর অনেক কিছু দেবার ছিল।

দেবপ্রসাদ। আমাকেও কি ওর কিছু দেবার নেই?

বিমল। কিন্তু এ দুটিতে বিরোধ কোথায়?

দেবপ্রসাদ। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। কিন্তু বিমলবাবু এ প্রসঙ্গ বহুদিন চাপা পড়ে গিয়েছে। আপনি একে আর খুঁচিয়ে তুলবেন না।

বিমল। তোমরা এতে সুখী হয়েছ?

দেবপ্রসাদ। সুখ! এ আলোচনা থাক বিমলবাবু।

বিমল। বেশ আজ তুমি ক্লান্ত। এ আলোচনা থাক আমি পরে একদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

দেবপ্রসাদ। আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই।

বিমল। (এই স্পষ্ট উত্তরে বিমল অবাক হইয়া গেল) ও, আচ্ছা! চলিরে শ্যামলী। [প্রস্থান।

শ্যামলী। বিমলদাকে তুমি এইভাবে অপমান করতে পারলে?

দেবপ্রসাদ। বিমলবাবুর কাছে নালিশ করা হয়েছে বুঝি?

শ্যামলী না নালিশ নয়। জিজ্ঞেস করছিলেন গান বন্ধ করলে কেন? তাই বলেছি।

দেবপ্রসাদ। কিন্তু গান বন্ধ করতে তো তোমাকে আমি বলিনি। বাড়ীতে বসে যত খুশী গাও। আমি এটা বুঝতে পারিনা যে বাইরে জনসভায় না গাইতে পারলে, হাততালি না পেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।

শ্যামলী। একদিন তুমি তোমার জন্যে বাইরে গাইতে যাওয়ায় বাধা দিয়েছিলে? কিন্তু তোমার নিজের সময়ও তো হচ্ছে না বহুদিন থেকে, তবে কেন আমাকে আটকে রাখবে? এ জিদ তোমার কেন?

দেবপ্রসাদ। দেখ অত কৈফিয়ৎ দিতে আমি পারব না। আমি চাই না, ব্যস।

শ্যামলী। কিন্তু এভাবে আমিও আমার জীবনকে ব্যর্থ হতে দেব না।

দেবপ্রসাদ। হুঁ? কি করবে ঠিক করেছ?

শ্যমেলী। আমি গাইব।

দেবপ্রসাদ। যতদিন এ বাড়ীর বউ বলে পরিচয় দেবে ততদিন ওটা হবে না। হতে দেবনা।

শ্যামলী। মুখবুঁজে তোমার অত্যাচার আমি এতদিন সহ্য করেছি। কিন্তু—

দেবপ্রসাদ। অত্যাচার!

শ্যামলী। অত্যাচার নয়? এর থেকে যদি আমাকে মারতে সেও আমার সইত। কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি এভাবে আমার জীবন নষ্ট কর না।

দেবপ্রসাদ। আর আমার জীবনে তুমি সুখের প্লাবন এনে দিয়েছ না?

শ্যামলী। আমি তোমার জীবনে অশান্তি এনেছি?

দেবপ্রসাদ। দেখতে পাওনা? তুমি কি অন্ধ?

শ্যামলী। তুমিও দেখতে পাওনা আমার জীবন নিয়ে তুমি কি করেছ! কিন্তু এভাবে নিজেকে নষ্ট হতে আমি দেবনা।

দেবপ্রসাদ। জীবন নিয়ে নাটক সৃষ্টি কোর না, শ্যামলী। এই আমার একমাত্র অনুরোধ।

(দেবপ্রসাদ ভিতরে চলিয়া গেল। শ্যামলী তার পথের দিকে চাহিয়া রহিল।)

মঞ্চ ঘুরিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্মথবাবুর বাড়ী। মন্মথবাবু ও বিমল।

মন্মথ। তাইত এ ত বড় ভাববার কথা হোল—

বিমল। এই বিয়েটা দেওয়াই আপনাদের ভুল হয়েছে।

মন্মথ। কিন্তু দেবু আর শ্যামলী তখন পরস্পরের কাছে অনেকটা নিকটতর হয়েছে। আমি মনে করলুম ওদের মধ্যে একটা বোঝা পড়া হয়েছে। তাই—

বিমল। ওই বোঝাটাই ভুল হয়েছে। শিল্পীকে শিল্পী হিসাবে মর্যাদা দেবার জ্ঞান দেবপ্রসাদের নেই। আর নিজের সাধনাকে বাদ দিয়ে সংসার করবে, সুখী হবে এ মেয়েও শ্যামলী নয়। এ বিরোধ অনিবার্য্য।

মন্মথ। কিন্তু এ ভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না।

বিমল। তা যায় না; কিন্তু সমাধানের উপায়ও তো খুঁজে পাচ্ছি না। শ্যামলীকে যা দেখলাম ও হট্ করে কিছু করে বসতে পারে।

মন্মথ। দেবপ্রসাদকে বুঝিয়ে যদি মত করান যায়—।

বিমল। সে চেষ্টা আমি করেছিলাম। মত পাল্টাবে বলে মনে হয় না। ও বরাবরই একটু একরোখা। মত পরিবর্তন করান সম্ভব নয়।

মন্মথ। তাহলে শ্যামলীকেই বদলে নিতে হবে।

বিমল। মেশোমশাই, তাই কি সম্ভব? মানুষ তো যন্ত্র

নয় যে প্রয়োজন মত রূপ পালটে, রং পালটে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে।

মন্মথ। শাস্তি পেতে হলে নিতে হবে বৈকি।

বিমল। হয় না। মানুষ নিজের রূপ একেবারে পালটে নিতে পারে না। গান বাজনার মধ্যে ও মানুষ হয়েছে। ওস্তাদেরা ওর মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছেন। আশার কথা শুনিয়েছেন সেও স্বপ্ন দেখেছে। আজ আপনারা তার স্বপ্ন, তার সাধনাকে নিঃশেষ করে দিতে চাইছেন। এ কি সম্ভব? না যাদের স্বপ্ন নেই, সাধনা নেই, তারা হয়ত প্রয়োজন মত নিজেদের পালটে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে তা পারা সহজ নয়।

মন্মথ। কিন্তু কি হবে বল! কিছু একটা উপায় তো করতে হবে। তুমি যা বল্লে সে তো ভাববার কথা এই অশান্তি নিয়ে সারা জীবন কাটবে কি করে? অথচ এতদিন সে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানায় নি।

বিমল। আর আপনারা ভাবলেন ও বুঝি খাপ খাইয়ে নিয়েছে, না?

মন্মথ। তাইতো ভেবেছিলাম। কালী অবশ্য বলছিল যে এটা সম্ভব নয়।

বিমল। তিনি নিজে শিল্পী তাই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আপনার চোখেও তো পড়া উচিৎ ছিল।

মন্মথ। ইদানীং সে এখানে আসত কম। আর বেশীর ভাগ সময়ই চুপচাপ থাকত। ঠিক বুঝতে পারিনি।

বিমল। ও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সামলে নেবার। কিন্তু পারে নি। নিজের কাছেই নিজে হেরে গেছে।

(শ্যামলীর প্রবেশ।)

শ্যামলী। না, হার মানব না; আমি হার মানব না; বিমলদা তুমি কনট্রাক্ট কর আমি গাইব।

বিমল। একি! কার সাথে এলি।

শ্যামলী। একা।

বিমল। দেবপ্রসাদ কোথায়—

শ্যামলী। জানি না। কিন্তু বিমলদা আমি ঠিক করেছি আমি গাইব, আমি কারও বাধা শুনব না। কি করবে? মারবে? মারুক। মারতে মারতে যদি মেরেও ফেলে তবু আমি গাইব।

মন্মথ। মা উত্তেজিত হচ্ছ কেন? সমস্যা যত বড় তত স্থির ভাবে চিন্তা করতে হয়। ধৈর্য্য ধর।

শ্যামলী। আর কত ধৈর্য্য ধরব বাবা?

মন্মথ। তুমি তো এমন ছিলে না, মা।

শ্যামলী। কিন্তু কেন হয়েছি, বাবা! কেন, কেন আমাকে আমার সাধনার পথ থেকে তোমরা টেনে আনলে? কি অপরাধ করেছি আমি?

মন্মথ। অপরাধের কথা নয় মা। দেবপ্রসাদ যখন পছন্দ করে না—

শ্যামলী। কেন করে না? কি যুক্তি আছে তার? শুধু

খেয়াল। একজনের খেয়ালের জন্যে আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবে তোমরা? কেউ প্রতিবাদ করবে না?

মন্মথ। সে তোমার স্বামী।

শ্যামলী। স্বামীত্বের অধিকার এতখানি!

মন্মথ। মা যুক্তি দিয়ে হয়ত ঠিক বোঝাতে পারব না—

শ্যামলী। কারণ, এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। বিমলদা, আমি বলছি, আমি গান গাইব। তুমি ব্যবস্থা কর, আমি এক বছর গান গাইনা। গানের আওয়াজ কানে এসেছে। আমি দু'হাতে কান বন্ধ করেছি। সুর এসে হৃদয়কে দোলা দিয়েছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করেছি। সারাজীবন আমাকে এই ভাবে কাটাতে হবে। কিন্তু কেন? কোন অপরাধে?

বিমল। অপরাধের কথা নয় শ্যামলী।

শ্যামলী। তবে কেন এই শাস্তি? কেন তোমরা এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ?

বিমল। আচ্ছা আমি আর একবার যাবখন তার কাছে, দেখি—

শ্যামলী। একবার তো বলেছিলে বিমলদা কি জবাব পেয়েছ মনে নেই? আমাকে বল্লে আমি তার জীবন নষ্ট করেছি।

মন্মথ। কেন? একথা কেন বল্লে?

শ্যামলী। জানি না—গাইবার কথা বল্লাম, বল্লে 'না আমি পছন্দ করি না।' বল্লে 'এ বাড়ীর বৌ হয়ে থাকতে হলে গান গাওয়া আমার চলবে না।' তার খুশীমত আমায় চলতে হবে। আমার পছন্দ অপছন্দের কোন মূল্য নেই।

বিমল। আছে বৈকি! নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শ্যামলী তুমি হট করে কিছু করে বস না। আমি কাল সকালে তার সাথে একবার দেখা করব। দেখা যাক, কি হয়। আমি এখন উঠি, সময় হয়ে এল॥

শ্যামলী। কোথায় যাচ্ছ?

বিমল। রণবীরবাবুদের স্কুলের ফাংশনে।

শ্যামলী। আমি যাব।

মন্মথ। শ্যামলী—

শ্যামলী। বাবা আমায় বাধা দিও না। আমি যাব। এক বৎসর আমি গান গাইনি, আমি গাইব।

বিমল। নিশ্চয়ই গাইবে তুমি শ্যামলী কিন্তু অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন?

শ্যামলী। ব্যস্ত হবার কি আছে। তুমিও একথা বলতে পারলে?

বিমল। কিন্তু তোমার সেখানে গানের প্রোগ্রাম নেই, যাওয়াটা—

শ্যামলী। আমি গেলে তারা বরং খুশী হবে বিমলদা।

বিমল। তা হয়ত হবে। কিন্তু বলছিলাম এক বৎসর গাওনা। গলাটাকে ঠিক করে নেওয়াও তো দরকার। এতদিন পর প্রথম তুমি আবার মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবে, এ সব ভেবে দেখতে হবে তো।

শ্যামলী। আমি সব ভেবে দেখেছি বিমলদা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মন্মথ। তা হয় না মা। দেবপ্রসাদের মত না নিয়ে সেখানে তোমার যাওয়া ঠিক নয়।

শ্যামলী। কেন, কেন, কেন?

মন্মথ। তাতে অশান্তি বাড়বে মা।

শ্যামলী। অশান্তির বাকি কি আছে বাবা! তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখছ স্বামীগৃহে আমি খুব শান্তিতে আছি না? এর থেকে অশান্তির জীবন আর কারও বোধ হয় নেই বাবা! রাস্তার একটা ভিখারীও এর থেকে সুখী, সে স্বাধীন। বিমলদা আমাকে নিয়ে চল। এতদিন ধরে যা শিখেছি, তুমি এত কষ্ট করে যা আমাকে দিয়েছ সব কি এইভাবে বিনা কারণে নষ্ট হয়ে যাবে?

মন্মথ। নষ্ট হবে কেন মা; বাড়ীতে সাধনা কর, রেডিওতে গাও।

শ্যামলী। বাবা, ওর মুখ দেখে আমার কি মনে হয় জান, গান ও মোটেই পছন্দ করে না। ওস্তাদজীর কাছে শিখতে যেতাম। মুখ ওর গম্ভীর হয়ে উঠত। এমনি করে আমার সব ও বন্ধ করে দিয়েছে। তোমরা আর অমত কর না, বিমলদা চল আমি যাব।

মন্মথ। কিন্তু দেবপ্রসাদ জানতে পারলে খুবই অসন্তুষ্ট হবে।

শ্যামলী। হয় হবে, তুমি আমায় নিয়ে চল বিমলদা।

(দেবপ্রসাদের প্রবেশ)

দেবপ্রসাদ। কোথায়? (সকলেই চুপ)

শ্যামলী। গানের আসরে।

দেবপ্রসাদ। বিমলবাবু; আপনারা এতদূর এগুবেন এটা আমি ভাবিনি।

বিমল। কিন্তু দেবপ্রসাদ, শ্যামলীর দিকটা তোমার ভাবা উচিৎ।

দেবপ্রসাদ। আমার সংসারের ভালমন্দের বিচার কি আপনারা করবেন? বিমলবাবু, আমার অনুরোধ আপনারা আর ওকে ইন্ধন যোগাবেন না।

বিমল। আমরা ইন্ধন জোগাচ্ছি।

দেবপ্রসাদ। আপনি সেদিন যাবার আগে পর্যন্ত ও বেশ ছিল।

বিমল। বেশ ছিল। ওকে তুমি বেশ থাকা বল?

দেবপ্রসাদ। অন্ততঃ অশান্তির সৃষ্টি করছিল না?

বিমল। কিন্তু ও যে ভিতরে ভিতরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল সেটা তোমার চোখে পড়ে নি?

দেবপ্রসাদ। এতদিনের অভ্যাস প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে বৈকি। সময়ে ঠিক হয়ে যেত।

শ্যামলী। কিন্তু কেন আমি গাইতে পারব না?

দেবপ্রসাদ। বহুবার তো বলেছি আমি পছন্দ করি না।

শ্যামলী। অর্থাৎ তোমার খুশী।

দেবপ্রসাদ। হ্যাঁ।

শ্যামলী। বাঃ সুন্দর? তোমাদের খেয়াল খুশীর জন্য আর একজন তার স্বপ্ন সাধনা সব বিসর্জ্জন দেবে?

দেবপ্রসাদ। স্বপ্ন সাধনা ওগুলো হৃদয়াবেগের কথা। বহু বড় বড় স্বপ্ন সাধনা নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তোমার মত এমন নাটক কেউ সৃষ্টি করছে না।

শ্যামলী। তোমার নিজের কোন স্বপ্ন নেই সাধনা নেই। এর মূল্য তুমি দেবে কি করে?

মন্মথ। আঃ শ্যামলী চুপ কর, তর্ক করতে নেই।

দেবপ্রসাদ। এতই যদি স্বপ্ন ছিল তবে তোমায় বিয়ে না করাই উচিৎ ছিল।

শ্যামলী। কিন্তু আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে তুমি।

দেবপ্রসাদ। আমি! আমি তোমায় প্রলুব্ধ করেছিলাম?

শ্যামলী। হ্যাঁ। তুমি! তুমি! আজ মনে পড়ে না সে সব কথা; না?

মন্মথ। আঃ শ্যামলী কি হচ্ছে। দেবপ্রসাদ, যাও বাবা ওকে নিয়ে যাও।

শ্যামলী। না, আমি যাব না। বিমলদা চল আমি আসরে যাব। কই চল!

বিমল। তা হয় না শ্যামলী।

শ্যামলী। কেন হয় না?

বিমল। তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমি জড়িত হতে চাই না।

শ্যামলী। তোমরা সবাই আমাকে ত্যাগ করে এইভাবে পেছিয়ে যাচ্ছ?

দেবপ্রসাদ। তুমি একাই এগিয়ে যাও না।

শ্যামলী। তাই যাব।

(প্রস্থানোদ্যত, মন্মথবাবু বাধা দিয়া)

মন্মথ। শ্যামলী! ছিঃ তুমি তুমি এত নীচে নেমেছ। তোমার ব্যবহারে আমার লজ্জা হচ্ছে। তুমি আমাকে এমন ভাবে অপমান করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

শ্যামলী। বাবা তুমি আমায় বকছ!

মন্মথ। বকব না! তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছ। অবাধ্য হয়ে উঠেছ। এতদিন তোমাকে কি আমি এই শিক্ষাই দিয়েছি! এর থেকে লজ্জার আমার আর কি আছে? শেষ বয়সে তোমার কাছ থেকে আমার এও প্রাপ্য ছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

শ্যামলী। বাবা—বিমলদা!

দেবপ্রসাদ। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না আসরে যাবে?

মন্মথ। তোমার সঙ্গে যাবে বৈকি বাবা। যাও শ্যামলী বাড়ী যাও। হিন্দু ঘরের বৌ তুমি! তোমার এ আচরণ শোভা পায় না। যদি তোমার সাধনা সত্য হয় একদিন নিশ্চয় তা সার্থক হয়ে উঠবে। কিন্তু আজ যা তুমি করতে চলেছিলে সে পথ মঙ্গলের নয় এ কথা আমি তোমায় জোর করে বলতে পারি। দেবপ্রসাদ ঠিকই বলেছে কত স্বপ্ন, কত সাধনা নষ্ট হয়ে গেছে, যাচ্ছে, কিন্তু কি করা যাবে!

শ্যামলী। কত স্বপ্ন, কত সাধনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—না বাবা!—

দেবপ্রসাদ। এস।

(দুজনে বাহির হইয়া গেল। মন্মথবাবু পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিমল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল)

—মঞ্চ ঘুরিল—

তৃতীয় দৃশ্য

দেবপ্রসাদের বাড়ী। শোবার ঘর। প্রথমে দেবপ্রসাদ ও পরে শ্যামলীর প্রবেশ। শ্যামলীর হাঁটা চলা যন্ত্রচালিতের মত। দেবপ্রসাদ জামা খুলিয়া আলোয়ান টাঙ্গাইয়া রাখিল। তারপর তোয়ালে লইয়া বাথরুমে গেল। শ্যামলী এক দৃষ্টিতে কোণে রাখা তানপুরাটির দিকে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কান্না শুনিয়া গিরিধারী ছুটিয়া আসিল।

গিরিধারী। বৌদিমণি, বৌদিমণি কাঁদতিছ কেন? দাদাবাবু—

দেবপ্রসাদের প্রবেশ।

দেবপ্রসাদ। কি হচ্ছে শ্যামলী! এই রাত্রে কান্নাকাটি করে পাড়ার লোক জড় করবে! গিরিধারী তুই যা। (গিরিধারী চলিয়া গেল) তুমি এমন ভাবে আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবে এ আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি।

শ্যামলী।' কত স্বপ্ন, কত সাধনা—

(চুপ করিয়া গেল)

দেবপ্রসাদ। যাও কাপড় ছেড়ে এস রাত কম হয় নি!

শ্যামলী। আচ্ছা তুমি কি তানপুরাটাকে ফেলে দেবে?

দেবপ্রসাদ। ফেলে দেব! কেন?

শ্যামলী। তাইত, কেন ফেলে দেবে? তুমি গান কত ভালবাস। গানের জন্যই তো আমাকে ভালবেসে বিয়ে করলে,

তাই না? (দেবপ্রসাদ চুপ করিয়া রহিল) কই বল না। (কাছে আসিয়া) আচ্ছা সীতা, সাবিত্রী—আর—আর—আচ্ছা তুমি বলতে পার পঞ্চসতীর নাম? আমার কিছুতেই মনে আসছে না। আজকাল এত ভুলে যাই। আচ্ছা মীরাবাঈ এক সতী না?

(গুণ গুণ করিয়া মীরার ভজন গাইতে লাগিল। দেবপ্রসাদ অবাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল)

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী! শ্যামলী! তুমি—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে! যাও বাথরুমে গিয়ে চোখে, মুখে, মাথায় জল দিয়ে এস।

শ্যামলী। না, না এতরাত্রে মাথায় জল দেব কি?

দেবপ্রসাদ। তবে থাক। কাপড়টা ছেড়ে নাও।

শ্যামলী। কাপড়া ছেড়ে নেব? কেন, ফাংশনে যাব না? বাঃ তারা আমার জন্য বসে থাকবে যে, কথা দিয়েছি, কথার খেলাপ হবে।

দেবপ্রসাদ। কাকে কথা দিয়েছ?

শ্যামলী। কেন তোমাকে। তুমি সব ভুলে গেছ। সেই যে কাগজে সই করে দিলাম! জান—(হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল) কাগজে সই করাটা এমন বিশ্রী ব্যাপার। এমন একটা হাসির ব্যাপার কেউ কখনও শুনেছে? হিঃ হিঃ হিঃ (দেবপ্রসাদের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল) তুমি এত গম্ভীর কেন গো! গম্ভীর লোক আমার ভাল লাগে না। পাটনা যাবার দিন তুমি এত গম্ভীর হয়েছিলে। আচ্ছা পাটনার ফাংশনটা আগুন লেগে

পুড়ে গেল না? ঠিক কি যে হোল আমার মনে পড়ছে না। বলনা কি হয়েছিল?

দেবপ্রসাদ। শ্যামলী তোমার শরীর খারাপ তুমি একটু বিশ্রাম কর, একটু শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর।

শ্যামলী। বাঃ আমি ঘুমাব আর তুমি জেগে থাকবে তাই কি হয়? তা হবে না। তুজনেই একসঙ্গে ঘুমুব। না হলে তুমি যদি পালিয়ে যাও। সেই (গান আরম্ভ করিল)

'চলে যাবে, মথুরায় সে চলে যাবে।
আমারে ছাড়িয়া
এ ব্রজ ত্যাগিয়া
মথুরায় সে চলে যাবে
সইব কেমনে এ জ্বালা।
আমি সইব কেমনে শ্যাম বিরহ
এ অনল জ্বালা সইব কেমনে সখিরে।"

গান শেষে গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। দাদাবাবু রাত তো কম হল না। খাওয়া দাওয়াটা শেষ করে গান শুনলি হত না?

দেবপ্রসাদ। গিরিধারী তুই যা (শ্যামলী গুণ গুণ করিয়া মীরার ভজন আরম্ভ করিল) খাবার ঠিক কর আমরা আসছি।

গিরিধারী। বৌদিমনির কি শরীর খারাপ হইছে।

দেবপ্রসাদ। বিকেলে একটু ঝগড়াঝাটি করেছে তো, মনটা ঠিক নেই, তুই যা।

(গিরিধারী চলিয়া গেল। শ্যামলী ভজনটি জোরে জোরে গাইতে লাগিল গান শেষে তাহার চোখে জল দেখা গেল।)

শ্যামলী। মীরার জীবনে কত বাধা কত বিঘ্ন। কিন্তু গিরিধারী গোপাল ছাড়া সে আর কিছু জানত না। তাইতো গিরিধারীকে সে পেল। কি সাধনা!—কিন্তু কে যেন বল্লে কত সাধনা—কত স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ গো আমার স্বপ্নও কি নষ্ট হয়ে যাবে? বল না। আমার সাধনা নষ্ট করো না, নষ্ট করো না। [কাঁদিয়া ফেলিল]

দেবপ্রসাদ। [শ্যামলীকে জোরে নাড়া দিয়া] শ্যামলী, শ্যামলী তোমার কি হয়েছে?

শ্যামলী। কই কিছু না ত।

দেবপ্রসাদ। কাঁদছিলে কেন?

শ্যামলী। কাঁদছিলাম! কই না! কাঁদব কেন! আমি কাঁদব কেন? আমার মত সুখী কে! এমন স্বামী, দেশ জোড়া নাম। আমি কোন দুঃখে কাঁদতে যাব। কাঁদত মীরা; কেঁদেছিল রাধা। [আবার গান কীর্তন]

"বিরহিণীর কি বিরহ,
কি কহব মাধব
কানু কানু করি ঘুরে
ঘুরে মলাম, দিবানিশি ঘুরে মলাম
সদা হা-কৃষ্ণ
গোবিন্দ বলে দিবা নিশি ঘুরে মলাম"

[এমন সময় দ্বারপ্রান্তে গিরিধারীকে দেখা গেল।
শ্যামলীর পানে চাহিয়া, দেবপ্রসাদের দিকে
চাহিল। তারপর দেবপ্রসাদের দিকে
সরিয়া আসিয়া]

গিরিধারী। দাদাবাবু, বৌদিমণির কি হয়েছে? বৌদিমণি অমন করে কেন?

দেবপ্রসাদ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না গিরিধারী, তুই তুই একটু ওকে দেখ, আমি ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা করে আসি।

গিরিধারী। ডাক্তারবাবুকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসো গো দাদাবাবু। সঙ্গে একজন বড় ডাক্তারবাবুকেও এন। এ আমার ভাল ঠেকতিছে না।

দেবপ্রসাদ। তাই আনব, তাই আনব।

[চলিয়া গেল।

[শ্যামলী তন্ময় হইয়া গাহিতে গাহিতে গিরিধারীর
দিকে ফিরিল]

"মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর কাঁহা শ্যাম গুণধাম।"

[তার দুচোখে অশ্রুধারা, গিরিধারীও কাঁদিয়া ফেলিল]

—মঞ্চ ঘুরিল—

চতুর্থ দৃশ্য ।

[দেবপ্রসাদের বাড়ী । দেবপ্রসাদ একাকী । ভিতর হইতে শ্যামলীর গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে]

মন্মথ ও বিমলের প্রবেশ ।

দেবপ্রসাদ । বসুন । [উভয়ে বসিলেন । গান ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল]

মন্মথ । আঃ কতদিন পরে মার গান শুনলাম । বিমল তুমি কাল বলেছিলে যে কতদিন গান গায় না শ্যামলী, বোধ হয় গলা ঠিক নেই । শুনলে তো, মায়েব আমার ঈশ্বর দত্ত কণ্ঠ, একি নষ্ট হবার ? দেবপ্রসাদ কাল তোমরা এই ভাবে চলে এলে । সমস্ত রাত মনটা আমার ছটফট করেছে । এতবড় হয়েছে কোনদিন বকিনি আমি । কিন্তু কাল যে আমার কি হোল । কেন যে বকলাম ।—কিছু বলছিল নাকি ?

দেবপ্রসাদ । না ।

মন্মথ । কিছু বলার মতো মেয়ে ও নয় দেবপ্রসাদ । ওই আমার একমাত্র সন্তান । ওর মা যখন চলে গেলেন তখন কতটুকু বয়স ওর । সেই থেকে বুকেপিঠে করে মানুষ করেছি । ও আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে আছে । ওর কালো মুখ দেখলে বুকে বড় বাজে । আমি বলি কি একটু বাইরে আসরে টাসরে ওকে গাইতে দিও । তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে

যেও আবার সঙ্গে করে নিয়ে এস। গান বাজনা বড্ড ভালবাসে তো, গান বাজনা ছাড়া আর কোন ধ্যান জ্ঞান ছিল না। সেই গানবাজনা যদি বন্ধ হয়ে যায় ও সহ্য করতে পারবে না। মাঝে মাঝে গাইতে দিও।

দেবপ্রসাদ। প্রয়োজন হবে না আর।

মন্মথ। আর গাইবে না বলেছে বুঝি? ওটা অভিমানের কথা।

বিমল। দেবপ্রসাদ তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমি জড়িত হতে চাই না। তবে ওকে এ লাইনে আমিই এনেছি। ওস্তাদদের কাছে নিয়ে গেছি। তাঁরা কত আশা দিয়েছেন। কত সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন। আমি যেখান থেকে যতটুকু পেয়েছি ওকে এনে দিয়েছি। মনে মনে স্বপ্ন ছিল ও একদিন বড়ো হবে। দেশ জোড়া নাম হবে, কিন্তু যাক যদি তোমার আপত্তি থাকে তো আর—। তবে আমার মনে হয় একটু একটু ওকে যদি গাইতে দাও, ওর পক্ষেও মঙ্গল হবে তোমরাও—। তারপর ধর ছেলেমেয়ে হল, তখন তো আর—(আবার শ্যামলীর গানের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল) মনে হচ্ছে ওর মনটা খুশীখুশী।—কিন্তু দেখ ও বেসুরে গাইছে, শ্যামলী বেসুরে গাইছে? আশ্চর্য—আশ্চর্য—।

মন্মথ। একবার ডাকতো মাকে। কাল রাত থেকে বুকটা আমার জ্বলে যাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ। এখন থাক না, পরে এক সময় না হয়—

মন্মথ। না, বাবা, ওকে কাল এত বকেছি। ওকে

বুকে না জড়িয়ে ধরতে পারলে বুকটা আমার ঠাণ্ডা হবে না। ডেকে দাও বাবা।

দেবপ্রসাদ। বিমলবাবু, আপনার সাথে একটা কথা—। ইয়ে—মানে,

[শ্যামলীর গান গাইতে গাইতে প্রবেশ। এদের দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।]

মন্মথ। আয় মা, আয়। কি সুন্দর গাইছিলি মা, কতদিন তোর গান শুনি না। আয কাছে আয়।

শ্যামলী। না না—

মন্মথ। অভিমান হযেছে। আরে ছেলের উপর কি মায়ের রাগ করতে আছে। কত কষ্টে যে তোকে কাল বকেছি সে তুই বুঝবি না। সমস্ত রাত আমি ঘুমাতে পারি নি। সকালে উঠেই চলে এলাম। পথে দেখা হল বিমলের সঙ্গে। বিমলও কাল বড ব্যথা পেয়েছে। আয় মা কাছে আয়।

শ্যামলী। না, না।

বিমল। [হঠাৎ দাঁডাইয়া] শ্যামলী শ্যামলী।

শ্যামলী। না আমি যাব না, যাব, না। ওগো এরা আমায় ধরতে এসেছে। আমি যাব না।

মন্মথ। [বিস্ময়ে] শ্যা-ম-লী। [উত্তেজনায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন] শ্যামলী মা আমার। [বসিয়া পড়িলেন]

বিমল। দেবপ্রসাদ একি হোল, কেমন করে হোল।

দেবপ্রসাদ। [মাথা নীচু করিয়া] কাল রাত থেকেই

এই অবস্থা। বিমলবাবু ও আমাকে এমন ভাবে শাস্তি দেবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মন্মথ। [সহসা দাঁড়াইয়া] মা, মা আমার এ তোর কি হোল মা—[আগাইয়া গেলেন]

শ্যামলী। এস না, এস না। ওগো ধর আমায় ধর আমাকে ওরা নিয়ে যাবে। ওরা আমাকে নিয়ে যাবে, জোর করে নিয়ে যাবে। ধর আমার ভয় করছে।

[দেবপ্রসাদ তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন]

দেবপ্রসাদ। না, ভয়ের কি আছে, এই তো তোমার বাবা, এই তো বিমলদা, এই তো আমি।

শ্যামলী। না, আর ভয় নেই। তুমি রয়েছ আর ভয় কি। এরা কেন এসেছে গো, আমার গান শুনবে বলে? আমি গাইব?

দেবপ্রসাদ। গাইবে? গাও—

শ্যামলী। কোনটা গাইব গো?

দেবপ্রসাদ। যেটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

[শ্যামলী গান শুরু করিল। "বলার ছিল অনেক কিছু" দেবপ্রসাদ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। মন্মথ এতক্ষণে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।]

———

॥ যবনিকা ॥

প্রথম রজনীর শিল্পীবৃন্দ

মন্মথ—	শ্রীজিতেন্দ্র ঘোষ
কালী—	৺অজিত দাস
বিমল—	শ্রীদেবব্রত দে
দেবপ্রসাদ—	শ্রীতুষার দাস
সমর—	শ্রীরবি গাঙ্গুলী
বীরেশ্বর—	শ্রীভূপতি ভট্টাচার্য্য
নিতাই—	শ্রীসমর রায়
গোপাল—	শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য
রনবীর—	শ্রীশিবনাথ মিত্র
গিরিধারী—	শ্রীগৌর গোস্বামী
দেবপ্রসাদের মা—	শ্রীমানসী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলী—	শ্রীপ্রতিমা পাল।

আবহ সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিলিবাবু ও সম্প্রদায়